ইসলামী জীবনব্যবস্থায়
বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত
উপস্থাপনের নীতিমালা

গবেষণা সিরিজ-২৯

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1370-0

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৯
চতুর্থ সংস্করণ : আগস্ট ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
হাসনা অ্যাডভার্টাইজিং
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ৪র্থ তলা, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০
ই-মেইল : hasnaad_06@yahoo.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালার সারসংক্ষেপ	২৫
৬	মূলনীতিসমূহ সঠিক হওয়ার প্রমাণ	২৬
	▪ স্তর ১-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ	
	▪ স্তর ২-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৩০
	▪ স্তর ৩-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৪৫
	▪ স্তর ৪-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৪৮
	▪ স্তর ৫-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৫৭
	▪ স্তর ৬-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৫৮
	▪ স্তর ৭-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৫৯
	▪ স্তর ৮-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৬২
	▪ স্তর ৯-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৬৫
৭	বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালার প্রবাহচিত্র	৬৭
৮	যে কথাগুলো সকল বক্তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে	৬৮
৯	মূলনীতির ৪ নম্বর স্তরের কয়েকটি নমুনা	৬৯
১০	শেষ কথা	১০৭

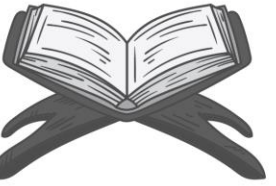

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

**বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে বিচার করে পরকালে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন। এ বিচার হবে সর্বোচ্চ মানের ন্যায়বিচার। কর্মের ভিত্তিতে দেওয়া পুরস্কার বা শাস্তি ন্যায়বিচার হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হলো– করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ কোনগুলো তা মানুষকে জানিয়ে দেওয়া বা তা যেন মানুষের অজানা না থাকে। এ পূর্বশর্ত পূরণ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তিনটি কাজ করেছেন–

১. করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ের বর্ণনা ধারণকারী নির্ভুল কিতাব পাঠিয়েছেন।
২. কথা, কাজ ও সমর্থন বা সুন্নাহ-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে কিতাবকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নবী-রসুল আ. পাঠিয়েছেন।
৩. কিতাব ও সুন্নাহর বক্তব্য যেন কোনো মানুষের অজানা না থাকে সেজন্য কিতাব ও সুন্নাহর বক্তব্য অন্যের কাছে পৌঁছানোকে সকলের জন্য ফরজ বা বাধ্যতামূলক বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

তাই কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অন্যের কাছে পৌঁছানো উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য ফরজ। ইসলামে এটিকে দাওয়াতী কাজ বলে। দাওয়াতী কাজ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে ইসলামের তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছানো। এ কাজটি মুসলিম বিশ্বে আগের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর নিষিদ্ধ বিষয়ের আমল মুসলিম বিশ্বে আগের তুলনায় অনেক বেশি। কেন এমনটি হচ্ছে তা সকল চিন্তাশীল মুসলিমকে বিশেষভাবে ভাবতে হবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমাদের পর্যালোচনায় যেটি প্রমাণিত হয়েছে সেটি হলো– কুরআন ও সুন্নাহ দাওয়াত উপস্থাপনের যে নীতিমালা দিয়েছে, সেটি অনুসরণ না করাই এর প্রধান কারণ। তাই কুরআন ও সুন্নাহ এবং Common sense-এর আলোকে দাওয়াতী কাজের যে নীতিমালা পাওয়া যায় সেটি এ পুস্তিকাটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। দাওয়াতী কাজের বিষয়ে উম্মাহকে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিতে এ পুস্তিকা বিশেষ ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৪২)' নামক বইটিতে। আলোচ্য পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবনবিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

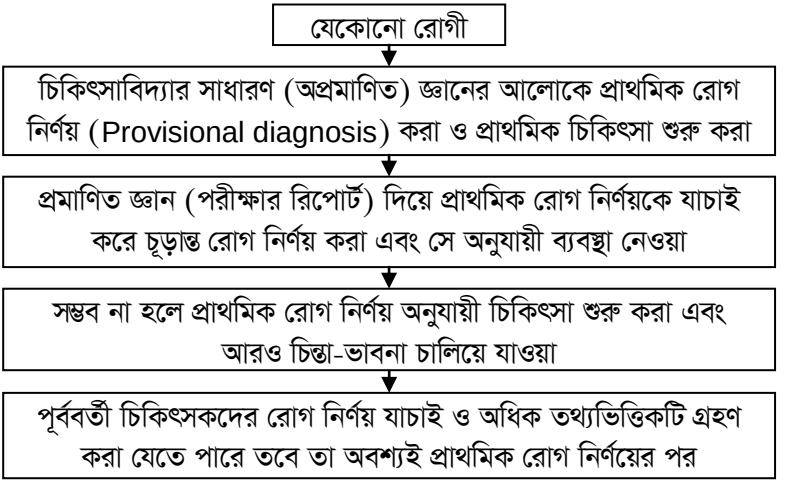

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

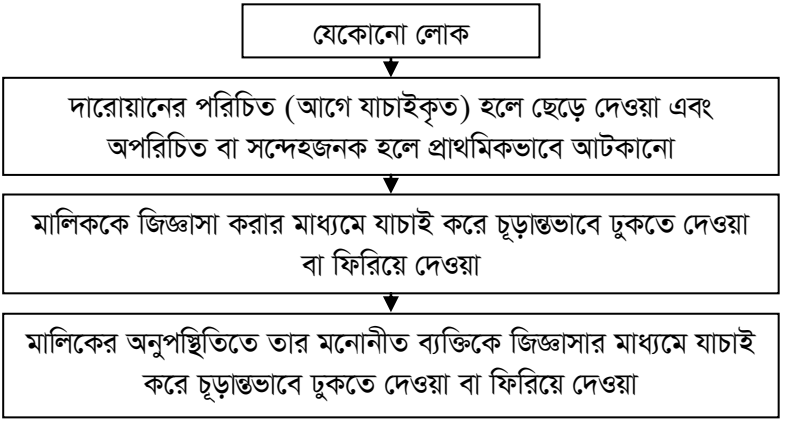

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

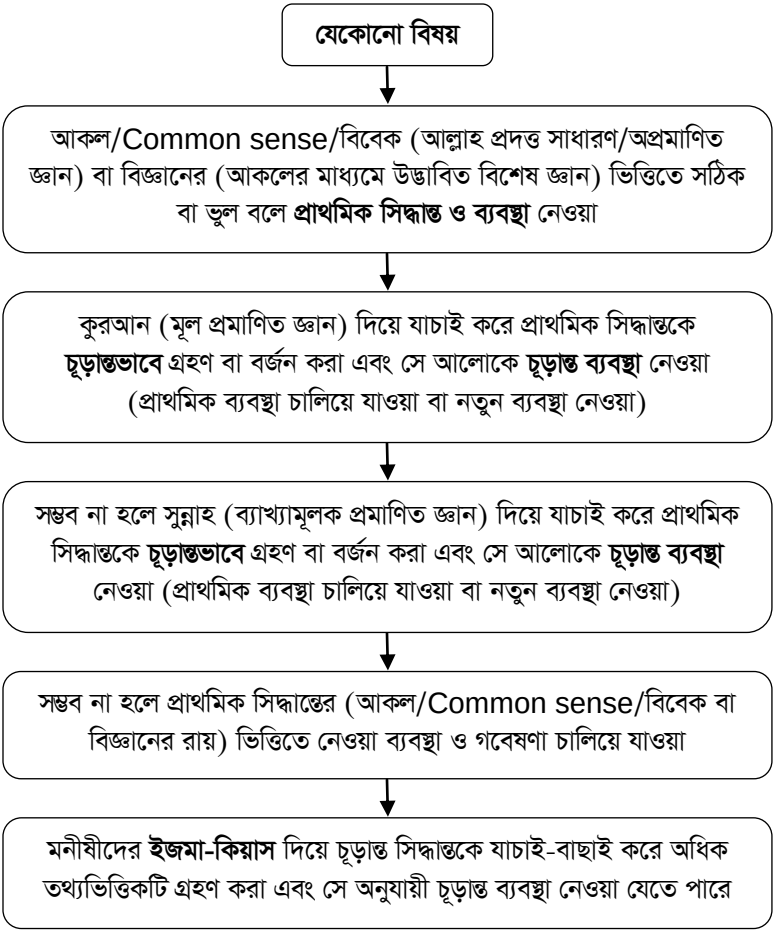

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common

sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ..... ط

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবনবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের আকল/বিবেক/Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের আকলের বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

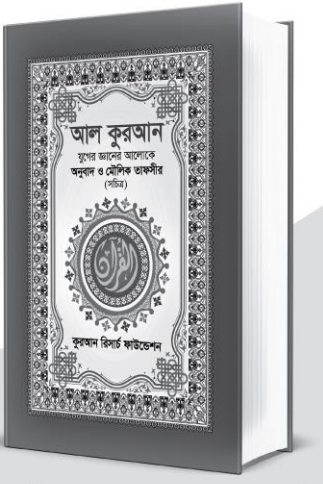

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য উপস্থাপন করা, সেটি মানুষকে গ্রহণ করানোর চেষ্টা করা এবং সে অনুযায়ী মানুষকে আমল করার জন্য আকৃষ্ট করা একটি মৌলিক, ফরজ বা বাধ্যতামূলক বিষয়। এটিকে ইসলামী পরিভাষায় দাওয়াতী কাজ বলা হয়। আর এ কাজ যিনি করেন তাকে দাঈ বলে। দাওয়াতী কাজ বাধ্যতামূলক করার মূল কারণ হলো– না জানার জন্য পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মানতে না পারা মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কমিয়ে আনা। কারণ, যে একটি বিষয় জানে না সেটি অমান্য করার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচার নয়। আর পরকালে মহান আল্লাহ সকল মানুষকে দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে যে পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন সেটি সবচেয়ে বড়ো ন্যায়বিচার হবে।

দাওয়াতী কাজ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে ইসলামের তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছানো। এ কাজটি মুসলিম বিশ্বে আগের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর নিষিদ্ধ কাজ করা মুসলিমের সংখ্যাও আগের তুলনায় অনেক বেশি। কেন এমনটি হচ্ছে তা সকল চিন্তাশীল মুসলিমকে বিশেষভাবে ভাবতে হবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রত্যেক দাঈকে মনে রাখতে হবে– উপস্থাপন করা বিষয়টি যদি কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হয়, তবে তা মেনে নিয়ে যত মানুষ সে অনুযায়ী আমল করবে তার সওয়াব উপস্থাপকের আমলনামায় অবশ্যই পৌঁছাবে। আবার তার উপস্থাপিত বিষয়টি যদি কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী ভুল হয়, তবে সেটি মেনে নিয়ে যারা আমল করবে তাদের গুনাহর অংশও উপস্থাপকের আমলনামায় কিয়ামত পর্যন্ত জমা হতে থাকবে। তাই কুরআন ও সুন্নাহ তথা ইসলাম বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে। সেই সাথে ভুল বিষয় উপস্থাপন যেন না হয় সে জন্য বক্তব্য উপস্থাপনের নীতিমালা কী হবে তাও জানিয়ে দিয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়– বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যারা ইসলামী বিষয়ে আলোচনা, বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপন করেন, তাদের অধিকাংশই ইসলাম প্রদত্ত

ঐ নীতিমালা অনুসরণ করেন না। ফলে তাদের দাওয়াত যথাযথ ফল দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে, দাওয়াতী বিষয়ের তথ্যের উৎস নিম্নের ক্রমানুযায়ী নেমে এসেছে–

আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ

⬇

মনীষী

⬇

বুজুর্গ

⬇

মুরুব্বি/শায়েখ

তথ্যের উৎসের ক্রমধারাটি এভাবে নামতে থাকলে ভবিষ্যতে তা কোথায় গিয়ে থামবে, তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহই বলতে পারবেন। বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের এ বিস্ময়কর অবনতির প্রধান দুটো কারণ হলো–

১. বক্তব্য উপস্থাপনের কুরআন-সুন্নাহ প্রদত্ত মূল নীতিমালা মুসলিম জাতির হারিয়ে ফেলা।

২. নীতিমালাটি সহজে বোঝা, মনে রাখা ও অনুসরণ করার তথ্যধারণকারী কোনো পুস্তিকা না থাকা।

তাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/বিবেক/Common sense-এর তথ্যের আলোকে বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের মূলনীতিগুলো জাতির সামনে এমনভাবে তুলে ধরা যেন–

- উপস্থাপনকারীর জন্য তা বোঝা, মনে রাখা ও অনুসরণ করা সহজ হয়।
- ভুল বিষয় উপস্থাপন করা কঠিন হয়।
- মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে অমৌলিক বিষয় উপস্থাপন বন্ধ হয়।
- উৎসের ক্রমধারার অধঃপতন রোধ হয়।

বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালার সারসংক্ষেপ

আমাদের গবেষণা অনুযায়ী বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের মূলনীতি নয়টি স্তরে বিভক্ত। স্তরগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ–

স্তর-১ : দর্শক-শ্রোতাদের জ্ঞান ও আমলের বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে উপস্থাপনের বিষয় নির্ধারণ করা।

স্তর-২ : উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়টির নির্ভুলতার ব্যাপারে বক্তার ব্যক্তিগতভাবে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া।

স্তর-৩ : উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়টির ওপর বক্তার নিজের আমল থাকা।

স্তর-৪ : জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস তথা আকল/বিবেক/Common sense-এর সাহায্য নিয়ে শ্রোতাদের উপস্থাপন করতে চাওয়া তথ্যটির পক্ষে নিয়ে আসা।

স্তর-৫ : আল কুরআনের যত বেশি সংখ্যক সম্ভব আয়াত উপস্থাপন করে ৪ নম্বর স্তরের সিদ্ধান্তটিকে দৃঢ় করা।

স্তর-৬ : যত বেশি সংখ্যাক সম্ভব নির্ভুল হাদীস উপস্থাপন করে ৪ নম্বর স্তরের সিদ্ধান্তটিকে আরও দৃঢ় করা।

স্তর-৭ : সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ বা মনীষীদের সিদ্ধান্তটির সমর্থনকারী বক্তব্য যদি পাওয়া যায় উপস্থাপন করা।

স্তর-৮ : উপস্থাপিত বিষয়টি অনুসরণ করা বা না করায় দুনিয়ার লাভ বা ক্ষতি উপস্থাপন করা।

স্তর-৯ : উপস্থাপিত বিষয়টি অনুসরণ করা বা না করায় আখিরাতে লাভ বা ক্ষতি উপস্থাপন করা।

মূলনীতিসমূহ সঠিক হওয়ার প্রমাণ

এবার চলুন বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের উপরোল্লিখিত মূলনীতিসমূহ সঠিক হওয়ার প্রমাণ জেনে নেওয়া যাক–

স্তর ১-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ

স্তর ১-এর মূলনীতি : দর্শক-শ্রোতাদের জ্ঞান ও আমলের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপস্থাপনের বিষয় নির্ধারণ করা।

আকল/বিবেক/Common sense

একটি বিষয় মানুষকে শেখাতে হলে তাকে প্রথমে বিষয়টির মৌলিক দিকগুলো শেখাতে হবে, এটি আকলের অতি সহজবোধগম্য একটি তথ্য। কারণ, কোনো কর্মকাণ্ডের মৌলিক একটি বিষয় বাদ গেলে কর্মকাণ্ডটি শতভাগ ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডটির সঠিক কাজেরও কোনো মূল্য পাওয়া যায় না।

তাই আকল/বিবেক/Common sense অনুযায়ী, যে মানুষদের সামনে বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপন করা হবে, তাদের বাস্তব জ্ঞান ও আমলের অবস্থা বিবেচনা করে প্রত্যেক উপস্থাপককে বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে শ্রোতাদের ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক উভয় ধরনের বিষয়ে জ্ঞান ও আমলে দুর্বলতা থাকলে প্রথমে মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আর একাধিক মৌলিক বিষয়ে দুর্বলতা থাকলে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আগে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, ইসলামের মৌলিক একটি বিষয়ও যদি বড়ো ওজর ছাড়া কেউ না জানে এবং আমল না করে তবে তাকে দুনিয়ায় চরম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে এবং পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে। একথা আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা আল বাকারার ৮৫ ও ১৭, সুরা মুহাম্মাদের ২৫-২৮, সুরা আন নিসার ১৪ নম্বর আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতে।

তাই দর্শক-শ্রোতাদের ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক উভয় ধরনের বিষয়ে জ্ঞান ও আমলে ত্রুটি আছে জানা সত্ত্বেও যদি কোনো উপস্থাপক মৌলিক

বিষয় বাদ রেখে অমৌলিক বিষয় উপস্থাপন করেন, তবে তিনি যেন চাইলেন দর্শক-শ্রোতারা দুনিয়ায় চরম অশান্তি ভোগ করুক এবং পরকালে জাহান্নামে নিপতিত হোক। আর এ জন্য তাকে কুরআনের নির্দেশ অমান্য করার জন্য গুনাহগার হতে হবে।

♣♣ ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের প্রথম স্তরের মূলনীতি হবে, দর্শক শ্রোতাদের জ্ঞান ও আমলের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিষয় নির্ধারণ করা।

আল কুরআন
তথ্য-১

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا .....

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও... ... ...

(সুরা আত তাহরীম/৬৬ : ৬)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে সকল ঈমানদারকে (যার মধ্যে দাঈরাও রয়েছেন) নিজেকে এবং তার 'আহালদের' জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে বলেছেন। 'আহাল' শব্দটির অর্থ যেমন হয়– পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন, তেমনই তার অর্থ হয়– সমমনা অর্থাৎ একই বিশ্বাস ও চিন্তা-ধারার সকল মানুষ। তাই উপস্থাপকের আহল হলো– সকল ঈমানদার মানুষ।

সুতরাং আল্লাহ এ আয়াতে উপস্থাপকসহ সকল ঈমানদারকে বলেছেন– তাদের নিজেদেরকে যেমন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে, তেমনই অন্য ঈমানদারগণও যেন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে সে দিকে খেয়াল রেখে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

শ্রোতাদের ইসলামের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান ও আমলে ত্রুটি আছে জেনেও যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে অমৌলিক বিষয় উপস্থাপন করেন, তাকে কুরআনের আলোচ্য আয়াতকে অমান্য করার জন্য পরকালে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

তথ্য-২

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .....

তুমি তোমার রবের পথে ডাকো হিকমাহ এবং কল্যাণময় উপদেশ দিয়ে ...
... ... (সুরা আন নাহল/১৬ : ১২৫)

ব্যাখ্যা : রবের দিকে ডাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহাতের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকা। তাই আয়াতটিতে বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহাতের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকার সময় দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে–

১. হিকমাহ
২. কল্যাণময় উপদেশ।

ইসলামী জীবনবিধানে হিকমাহ অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ একটি বিষয়। সুরা বাকারার ২৬৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– যাকে হিকমাহ দান করা হয়েছে তাকে অতীব কল্যাণকর একটি বিষয় দেওয়া হয়েছে। তাই হিকমাহ-এর প্রকৃত সংজ্ঞা প্রত্যেক মুসলিমের জানা থাকা দরকার। হিকমাহ-এর প্রতিশব্দ হলো– প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা।

হিকমাহর প্রকৃত সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেকের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

কল্যাণময় উপদেশ হলো সে উপদেশ যা মানুষের দুনিয়া ও পরকালীন জীবনকে কল্যাণময় করবে। যে উপদেশে মৌলিক বিষয় অনুপস্থিত থাকে সে উপদেশ অবশ্যই কল্যাণময় উপদেশ বলে গণ্য হবে না।

তাই এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়– শ্রোতাদের ইসলামের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান ও আমলে ত্রুটি আছে জেনেও যে উপস্থাপক ইচ্ছাকৃতভাবে অমৌলিক বিষয় উপস্থাপন করেন, তাকে কুরআনের আলোচ্য আয়াতকে অমান্য করার জন্য পরকালে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

ইসলামের মৌলিক বিষয় কোনগুলো আর অমৌলিক বিষয় কোনগুলো তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, 'আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়' (গবেষণা সিরিজ-৮) নামক বইটিতে।

♣♣ তাহলে দেখা যায় আলোচ্য মূলনীতির বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও

ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালার প্রথম স্তরের বিষয় হবে, দর্শক শ্রোতাদের জ্ঞান ও আমলের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিষয় নির্ধারণ করা।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

رُوِيَ فِيْ مسند أحمد حدثنا عبد الله ... ... عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ وَ اَبِيْ اُسَيْدٍ ... ... اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ تَعْرِفُهُ قُلُوْبُكُمْ وَ تَلِيْنَ لَهُ اِشْعَارُكُمْ وَ اَبْشَارُكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبٌ فَاَنَا اَوْلاَ كُمْ بِه . وَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ تُنْكِرُهُمْ قُلُوْبُكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ اِشْعَارُكُمْ وَ اَبْشَارُكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيْدٌ فَاَنَا اَبْعَدُ كُمْ مِنْهُ.

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. আবু হুমাইদ রা. ও আবু উসাইদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবু আ'মের থেকে শুনে তাঁর 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুমাইদ রা. ও আবু উসাইদ রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন, যখন তোমরা আমার নামে কোনো বর্ণনা শোনো তখন যেটা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (মনে থাকা আকল/বিবেক/Common sense সম্মত হয়) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (আকল/বিবেক/Common sense) নরম হয় (গ্রহণ করে) এবং তোমরা অনুভব করো যে, তোমরা তা গ্রহণ করার নিকটতর, তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, তোমাদের চেয়ে আমি সেটির অধিক নিকটতর (সেটি আমার হাদীস)।

আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো বর্ণনা শোনো তখন যেটাকে তোমাদের মন (মনে থাকা আকল/বিবেক/Common sense) অস্বীকার করে (মানে না) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (আকল/বিবেক/Common sense) বিমুখ হয় (গ্রহণ করে না) এবং তোমরা অনুভব করো যে, তোমরা তা গ্রহণ করা থেকে দূরে তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমি তোমাদের চেয়ে সেটির অধিক দূরে (সেটি আমার হাদীস নয়)।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৬০০৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী মানুষের আকলের সর্বসম্মত রায় এবং রসুল স.-এর আকলের রায় তথা রসুল স.-এর হাদীস অভিন্ন। অন্যদিকে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানবিষয়ক ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি হলো মনে থাকা আকল/বিবেক/Common sense।

কোনো কর্মকাণ্ডের মৌলিক একটি বিষয় বাদ গেলে কর্মকাণ্ডটি শতভাগ ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডটির সঠিক কাজেরও কোনো মূল্য পাওয়া যায় না। এটি আকল/বিবেক/Common sense-এর সর্বসম্মত রায়। তাই হাদীসটি অনুযায়ী এ কথাটি রসুল স.-এর আকলের রায় তথা রসুল স.-এর হাদীস হিসেবে গণ্য হবে।

তাই বলা যায়– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের প্রথম মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়কে হাদীস সমর্থন করে।

স্তর ২-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ

স্তর ২-এর মূলনীতি : উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়টির নির্ভুলতার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া।

আকল/বিবেক/Common sense

তথ্য-১

বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনকারীর উপস্থাপিত বক্তব্যটি মেনে নিয়ে অনেক মানুষ আমল শুরু বা বন্ধ করতে পারে। উপস্থাপিত বিষয়টি যদি সত্য হয় তবে তার সওয়াব, আর যদি মিথ্যে হয় তবে তার গুনাহ কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় যোগ হতে থাকবে এবং পরকালে তা পর্যালোচনা করে তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে। তাই, বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনকারীর উপস্থাপিত বিষয়টি অবশ্যই নির্ভুল হতে হবে।

তথ্য-২

আল্লাহ নির্ভুল। নবী-রসুলগণও ভুল-ত্রুটির ঊর্দ্ধে। কারণ তাদেরকে ভুলের ওপর থাকতে দেওয়া হয়নি। তাই নবী-রসুলগণ ছাড়া অন্য কোনো মানুষকে নির্ভুল মনে করা শিরকের গুনাহ। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?' (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনকারী ব্যক্তির জন্য বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তার উপস্থাপন করা বিষয়টি যদি নির্ভুল না হয় তবে তাতে

অনেক মানুষ ভুল কথা শিখবে এবং ভুল আমল করবে। তাই কোনো মনীষী, আলিম বা মুরুব্বির ইসলাম সম্পর্কে বলা কথা বা লেখাকে নির্ভুল ধরে নিয়ে সেটিকে বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহতের বিষয় বানালে শিরকের গুনাহ হবে।

তথ্য-৩

কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানবসভ্যতার জ্ঞান যত বাড়বে কুরআনের কিছু বক্তব্য তত অধিক নির্ভুলভাবে বোঝা ও ব্যাখ্যা করা যাবে। তাই মানবসভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য অতীতের মনীষীদের কুরআনের কিছু বক্তব্য বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। আর তাই, বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনকারীকে উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়টির নির্ভুলতার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

♣♣ ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের দ্বিতীয় স্তরের মূলনীতি হবে– উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়টির নির্ভুলতার ব্যাপারে উপস্থাপককে ব্যক্তিগতভাবে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া।

আল কুরআন

তথ্য-১

..... وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ .....

... ... আর ফিতনা (অপপ্রচার বা ভুল তথ্য) হত্যার চেয়ে অনেক বেশি (ক্ষতিকর) ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৯১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভুল তথ্য হত্যার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। কারণ, একটি ভুল তথ্য অসংখ্য মানুষ এমনকি একটি জাতিকেও ধ্বংস করে দিতে পারে।

তথ্য-২.১

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

বলো, নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে শরীক করা যার কোনো প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের এমন কিছু বলা যা (নির্ভুল কি না তা) তোমরা জানো না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ৩৩)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন এমন কয়েকটি কাজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কাজগুলো হলো–

- প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীল কাজ
- পাপকাজ
- অন্যায় বাড়াবাড়ি
- শিরক করা
- আল্লাহ তথা কুরআন বা ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা নির্ভুল কি না তা ব্যক্তির জানা নেই।

আয়াতটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ ঐ ধরনের কথা বলাকে নিষিদ্ধ বা হারাম করেছেন যার নির্ভুলতার ব্যাপারে ব্যক্তি নিশ্চিত নয়। তাহলে এ আয়াত অনুযায়ী, অনেক মানুষের সামনে ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের সময় নির্ভুলতার বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কোনো বক্তব্য, তথ্য বা তত্ত্ব উপস্থাপন করা আরও বড়ো অপরাধ।

তথ্য-২.২

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলতে বলে যা সম্পর্কে তোমাদের (নির্ভুল) জ্ঞান নেই। (সুরা আল বাকারা/২ : ১৬৯)

ব্যাখ্যা : এখানে শয়তান যে সব কাজ করতে নির্দেশ দেয় তার তিনটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কাজ তিনটি হলো–

- অন্যায় কাজ
- অশ্লীল কাজ
- আল্লাহ তথা কুরআন বা ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সম্পর্কে ব্যক্তির নির্ভুল জ্ঞান নেই।

আয়াতটিতে সে ধরনের কথা বলাকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে যা নির্ভুল কি না তা ব্যক্তির জানা নেই। অর্থাৎ এটি বড়ো গুনাহর কাজ। তাহলে এ

আয়াত অনুযায়ীও অনেক মানুষের সামনে বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের সময় নির্ভুলতার বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কোনো কথা উপস্থাপন করা আরও বড়ো অপরাধ।

তথ্য-২.৩

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ . وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا ۖ سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ . يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ .

যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা (আয়েশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনও অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করবে না।

(সুরা আন নূর/২৪ : ১৫-১৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোতে বনি মুস্তালিক যুদ্ধের পর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো অপবাদমূলক প্রচারণার বিষয়ে মহান আল্লাহ দিকনির্দশনামূলক কিছু কথা বলেছেন। প্রচারণাটি প্রথমে শুরু করে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই। তারপর সাহাবীদের মুখে মুখে তা ব্যাপক প্রচার পায়। আয়াতগুলো একটি বিশেষ ঘটনাকে সামনে রেখে বলা হলেও এর শিক্ষা সর্বজনীন।

তাই ১৫ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কাফির, সাধারণ মুসলিম, নিষ্ঠাবান মুসলিম এমনকি সাহাবীদের কাছ থেকে কোনো কথা শোনার পর সেটির নির্ভুলতার বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে প্রচার করা একটি গুরুতর অপরাধ।

১৭ নম্বর আয়াতটিতে বলা হয়েছে 'তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনও অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করবে না।' এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কোনো বিষয়ের নির্ভুলতার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর প্রচার করা ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কাফির, সাধারণ মুসলিম, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলিম এমনকি সাহাবীদের কাছ থেকে কোনো কথা শোনার পর সেটির নির্ভুলতার বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে প্রচার করলে কুফরীর গুনাহ হবে।

♣♣ উপরিউক্ত তিনটি আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের সময় নির্ভুলতার বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কোনো কথা উপস্থাপন করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি কবীরা গুনাহ।

তথ্য-৩.১

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের রব বলে গ্রহণ করেছে এবং মারিয়ামের পুত্র মাসীহকে। অথচ তারা এক ইলাহের দাসত্ব করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র (মুক্ত)!

(সুরা আত তাওবা/৯ : ৩১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে মহান আল্লাহ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কুরআনসহ সকল কিতাবধারীদের তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে রবের সমতুল্য মনে করতে নিষেধ করেছেন। আর এটিকে শিরকী কাজ বলে আয়াতের শেষে উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে রব হিসেবে মানা বা গ্রহণ করার দুটি অর্থ হতে পারে–

ক. রব তথা আল্লাহর মতো শক্তিধর মনে করে শাস্তির ভয়ে তাদের সকল কথা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেওয়া।

খ. রবের মতো নির্ভুল মনে করে তাদের সকল কথা, অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা লেখা অন্ধভাবে মেনে নেওয়া ও অনুসরণ করা।

এখানে ধর্মের পণ্ডিতদেরকে নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে রবের সমতুল্য মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে বলে রসুল স. তার হাদীসের মাধ্যমে (পরে আসছে, পৃষ্ঠা নম্বর ৪০) সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩.২

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـــًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ .

তুমি বলো, হে আহলে কিতাব! এসো এমন এক কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন, (তা হলো) আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব না করি, কোনো কিছুকেই তাঁর শরিক না করি এবং আল্লাহকে ছাড়া আমাদের একজন যেন অন্যজনকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো– তোমরা সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৬৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি আহলে কিতাবদের সামনে রেখে বলা হয়েছে, কিন্তু এর বক্তব্য সর্বজনীন তথা কুরআনসহ সকল কিতাবধারীদের জন্য প্রযোজ্য। এখানে আল্লাহ তায়ালা রসুল স.-এর মাধ্যমে আহলে কিতাব এবং তাঁর উম্মতের সকলকে নিজেদের শরীয়াতে থাকা একই ধরনের কয়েকটি বিষয় মেনে চলতে আহ্বান করেছেন। ঐ কথার একটি হচ্ছে– নিজেদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তিকে 'রব' হিসেবে গ্রহণ না করা। ২.১ তথ্য সম্পর্কে রসুল স.-এর করা ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়– এখানেও সকল কিতাবধারীদের নিজেদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তিকে নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে রবের সমতুল্য মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এটি যে শিরক তা বোঝা অত্যন্ত সহজ।

♦♦ আলোচ্য দুটি তথ্যের আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– সকল মুসলিমের জন্য অতীত বা বর্তমানের কোনো ব্যক্তির কথা বা লেখাকে নির্ভুল মনে করে বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ করা শিরকের গুনাহ। সে ব্যক্তি যতবড়ো পণ্ডিত হোন না কেন। বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনকারী ব্যক্তির জন্য বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তার উপস্থাপন করা বিষয়টি যদি ভুল হয়, তবে তাতে অনেক মানুষ ভুল কথা শিখবে এবং ভুল আমল করবে।

তাই সকল বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনকারী ব্যক্তিকে, ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন বা যাচাই করে উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়টির নির্ভুলতা সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

তথ্য-৪.১

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ .

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার ও রসুলের দিকে আসো। তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের পিতৃপুরুষগণ কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ

না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হলেও?

(সুরা আল মায়েদা/৫ : ১০৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটির বক্তব্য রসুল স.-এর যুগের কাফির-মুশরিকদের জন্য হলেও এর শিক্ষা সর্বজনীন। অর্থাৎ এর শিক্ষা সকল যুগের সকল ধর্মবিশ্বাসের (অমুসলিম ও মুসলিম) মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াতটি থেকে জানা যায় তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বলা হলে তারা বলতো– 'আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। আয়াতটির ২য় অংশে কাফির-মুশরিকদের ঐ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর দেওয়া বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সে বক্তব্য হলো– 'তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও তারা কি তাদের অনুসরণ করবে?'

বাস্তবে দেখা যায়, বর্তমান যুগের মুসলিমদের (বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের) যুগের জ্ঞানের আলোকে করা কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি বক্তব্যের দিকে ফিরে আসতে বললে তাদের অনেকে প্রায় অভিন্ন ধরনের কথা বলেন। সে কথা হলো– আগের মনীষীগণ (আকাবির) কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা করে যে সিদ্ধান্ত তাদের রচিত ফিক্‌হশাস্ত্রে লিখে রেখে গেছেন তার বাইরের কোনো অর্থ ও ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করবো না। আর এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, তারা অনেক জ্ঞানী ছিলেন। তাহলে দেখা যায় কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বললে তৎকালীন কাফির-মুশরিকরা যে কথা বলতো বর্তমান যুগের মুসলিমরা অভিন্ন ধরনের কথা বলেন। তাই এ আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

আয়াতটি থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা : কুরআন ও সুন্নাহ (বর্তমান হাদীসশাস্ত্রের হাদীস নয়)-এর বক্তব্য হলো নির্ভুল। তাই নির্ভুল উৎস থেকে জ্ঞানার্জন না করার জন্য তাদের পূর্বপুরুষগণ জীবন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। এজন্য তাদের সব কথা নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া সঠিক হবে না। বরং ঐ সব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর কথা মেনে নেওয়া সঠিক হবে।

আয়াতটি থেকে বর্তমান মুসলিম সমাজের জন্য শিক্ষা : কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানবসভ্যতার জ্ঞান প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু কিছু বক্তব্য ব্যক্তি মানুষের বুঝে নাও

আসতে পারে। এ জন্য সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য আগের মনীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। তাই কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে মানা সঠিক হবে না। বরং ঐ সকল বিষয়ে যোগ্য মানুষদের যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সঠিক হবে।

তথ্য-৪.২

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ .

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো। তারা বলে, (না) বরং আমাদের পিতৃপুরুষদের যে রীতি-নীতির ওপর পেয়েছি আমরা তারই অনুসরণ করবো। তাদের পিতৃপুরুষেরা আকল/বিবেক/Common sense দিয়ে কোনো বিষয় বুঝতে না পারার কারণে সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও (কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটিও তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে কিন্তু ২ নম্বর তথ্যের আয়াতটির মতো এর শিক্ষাও সর্বজনীন। আয়াতটি থেকে জানা যায় কাফির-মুশরিকদেরকে কুরআন অনুসরণ করতে বলা হলে তারা যা বলতো সেটি ২ নম্বর তথ্যের বক্তব্যের অনুরূপ। সে বক্তব্য হলো– 'আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যে রীতি-নীতির ওপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো'।

আয়াতটির ২য় অংশে কাফির-মুশরিকদের ঐ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ বক্তব্যটি এবং ২ নম্বর তথ্যের বক্তব্যটির মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে– ২ নম্বর তথ্যের 'তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে কথাটির স্থানে ৩ নম্বর তথ্যে 'তাদের পূর্ব-পুরুষেরা আকল/বিবেক/Common sense ব্যবহার করে বুঝতে না পারার দরুন' কথাটি বলা হয়েছে। তাই ২ নম্বর তথ্যের আয়াতটির শিক্ষার মতো এ আয়াতের শিক্ষাও সকল যুগের কাফির-মুশরিকসহ বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

আয়াতটি থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা : মানুষের জ্ঞান যত বাড়ে তার আকল/বিবেক/Common sense তত উৎকর্ষিত হয়। আর আকল যত উৎকর্ষিত হয় তার রায়ও তত সঠিক হয়। আবার ভুল শিক্ষা ও পরিবেশে

অবদমিত হয়। অন্যদিকে কুরআনের বক্তব্য হলো নির্ভুল এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। আর কয়েকটি অতীন্দ্রীয় (মুতাশাবিহ) বিষয় বাদে কুরআনের সকল বক্তব্য আকল সম্মত।

তাই এ আয়াত থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা হলো– সভ্যতার জ্ঞান কম থাকায় পূর্বপুরুষদের আকল/বিবেক/Common sense বর্তমান যুগের মানুষের আকলের মতো উৎকর্ষিত ছিল না। তাই জীবন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের ধারণা সঠিক ছিল না। বর্তমান সভ্যতার জ্ঞানের আলোকে উৎকর্ষিত হওয়া আকল দিয়ে পর্যালোচনা করলে তারা সহজেই দেখতে পাবে যে, কয়েকটি অতীন্দ্রীয় বিষয় বাদে কুরআনের সকল বক্তব্য আকল সম্মত। তাই তাদের উচিত হবে পূর্বপুরুষদের হুবহু অনুসরণ না করে কুরআনকে হুবহু অনুসরণ করা।

আয়াতটি থেকে বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা : সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য আকল/বিবেক/Common sense উৎকর্ষিত না হওয়ায় পূর্বপুরুষদের (পূর্বের আকাবির) কুরআনের কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে ভুল হতে পারে। তাই কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা সঠিক হবে না।

♦♦ ৪ নম্বর তথ্যের আয়াত দুটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা আগের ইসলামী মনীষীদের কুরআন ও সুন্নাহর সকল ব্যাখ্যা সঠিক না হওয়ার বাস্তব কারণটি বলে দিয়েছেন।

♣♣ তাহলে দেখা যায়, আলোচ্য মূলনীতির বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের দ্বিতীয় স্তরের মূলনীতি হবে, 'উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়টির নির্ভুলতার ব্যাপারে উপস্থাপককে ব্যক্তিগতভাবে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া'।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، ..... عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ বিন মুয়াজ আল-আনবারী থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– মানুষের মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট যখন সে শোনা বিষয় যাচাই-বাছাই ছাড়া বর্ণনা (প্রচার) করে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নম্বর-৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির সরাসরি বক্তব্য হলো– শোনা কথা সত্য কিনা তা যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রচার করলে প্রচারক মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবেন। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– বক্তব্য ও ওয়াজ-নসীহাহ উপস্থাপক মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবেন যদি তিনি শোনা কথা সত্য কিনা তা যাচাই-বাছাই ছাড়া তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ... قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ: الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ.

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. আবূ সা'লাবা আল-খুশানী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি যায়েদ বিন ইয়াহইয়া আদ-দিমাশকী থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনুল আ'লা বলেন, আমি মুসলিম বিন মিশকাম রহ.-কে বলতে শুনেছি, আবূ সা'লাবা আল-খুশানী রা. বলেন, আমি বললাম– হে রসুলুল্লাহ স.! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দেন। তখন রসুল স. একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকি (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস (মন তথা মনে থাকা আকল) প্রশান্ত হয় ও তোমার ক্বলব (মন তথা মনে থাকা আকল) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নম্বর-১৭২১৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসুল স. প্রথমে মানুষের মন তথা মনে থাকা 'আকল' যেটিতে প্রশান্ত হয় সেটিকে নেকি তথা সঠিক এবং যেটিতে প্রশান্ত হয় না সেটিকে গুনাহ তথা ভুল বলে জানিয়ে দিয়েছেন। হাদীসটির শেষ বক্তব্য হলো– 'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়'। ফতোয়া হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকাবির বা মনীষীদের দেওয়া সিদ্ধান্ত।

বক্তব্যের ধরন থেকে বোঝা যায়, হাদীসটির মাধ্যমে জানানো হয়েছে– কোনো ব্যক্তি এমনকি একজন মনীষীর বক্তব্য শোনা বা পড়ার মাধ্যমে জানার পর তার নির্ভুলতা যাচাই না করে মেনে নেওয়া যাবে না। আর সে যাচাই করার প্রাথমিক মাধ্যম হবে 'আকল'।

হাদীস-৩

أخرج الإمام الترمذي .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ ....
... عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ [التوبة: ٣١]، إنا لسنا نعبدهم! قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আ'দী বিন হাতেম রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হুসাইন বিন ইয়াযীদ আল-কূফী থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে বর্ণনা করেন– আ'দী বিন হাতেম রা. বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলাম, এমতবস্থায় আমার গলায় স্বর্ণের একটি ক্রুশ ঝুলানো ছিল, তখন রসুলুল্লাহ স. বললেন– হে আ'দী! তুমি গলা থেকে এই প্রতীকটি ফেলে দাও। (আ'দী বিন হাতেম বলেন) আমি তখন রসুলুল্লাহ স.-কে সুরা তাওবার এ (৩১ নম্বর) আয়াতটি {اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} (তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের রব বলে গ্রহণ করেছে) তিলাওয়াত করতে শুনলাম। তিনি (আ'দী বিন হাতেম রা.) বলেন, আমি তখন বললাম– হে আল্লাহর রসুল! আমরা তো তাদের 'ইবাদাত' করি না। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. বললেন– ব্যাপারটা এমন নয় যে, তারা তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের 'উপাসনা (ইবাদাত)' করেছে; বরং ব্যাপারটা এমন যে, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ যখনই কোনো কিছুকে হালাল বলে

ঘোষণা দিয়েছে তখনই তারা তাকে (কোনোরূপ যাচাই বাছাই ছাড়া) হালাল বলে মেনে নিয়েছে। আবার ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ যখনই কোনো কিছুকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে তখনই তারা তাকে (কোনোরূপ যাচাই বাছাই ছাড়াই) হারাম বলে মেনে নিয়েছে (এটিই তাদেরকে 'রব' হিসেবে মেনে নেওয়া)।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নম্বর ৩০৯৫।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে বোঝা যায়– সুরা তাওবার **৩১** নম্বর আয়াতে উল্লেখ থাকা 'আহলি কিতাবগণ তাদের মনীষীদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' মেনে নিয়েছে' বক্তব্যটি সম্পর্কে আদি বিন হাতেম রা. রসুল স.-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, আমরাতো (আহলে কিতাবগণ) পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে 'উপাসনা' (ইবাদাত) করি না। তাই আয়াতটিতে পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে 'রব' মেনে নেওয়া বলতে কী বুঝানো হয়েছে? আদি বিন হাতেম রা.-এর করা এ প্রশ্নের উত্তরে রসুল স. বলেন– আয়াতটিতে মনীষীদের 'রব' মেনে নেওয়া বলতে তাদের 'উপাসনা' করা বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে, তাদের সকল কথাকে যাচাই ছাড়া তথা অন্ধভাবে মেনে নেওয়াকে।

হাদীসটি থেকে তাই জানা যায়– মনীষীদের সকল বক্তব্য অন্ধভাবে মেনে নেওয়া তাদেরকে 'রব' হিসেবে মেনে নেওয়ার সমতুল্য একটি কাজ। অর্থাৎ এটি শিরক তথা অতি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। আর এ নিষিদ্ধের কারণ হলো– মনীষীগণ মানুষ। তাই তাদের ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। এ জন্য, তাদের সকল কথা বিনা যাচাইয়ে মেনে নিলে বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ..... حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ .....

... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

ইমাম বুখারী রহ. আবদুল্লাহ বিন 'আমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ আসেম আদ-দাহহাক বিন মাখলাদ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ বিন 'আমর রা. বলেন, নবী স. বলেছেন– আমার হাদীস অন্যের কাছে পৌঁছে দাও, তা একটি বক্তব্য হলেও। আর বনী ইসরাঈলদের ঘটনাবলি বর্ণনা করো। এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে ইচ্ছা করে আমার ওপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার আবাসস্থল বানিয়ে নেয়।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নম্বর ৩৪৬১।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসুল স. তাঁর বলা একটি হাদীসও কারো জানা থাকলে তা অন্যকে জানাতে বলেছেন। কিন্তু সেটি করতে হবে হাদীসটি আসলে রসুল স.-এর কি না সে ব্যাপরে নিশ্চিত হওয়ার পর।

♦♦ সহজে বলা যায়– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের দ্বিতীয় স্তরের মূলনীতির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়কে এ সব হাদীস দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

♦♦ এ পর্যায়ে এসে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপককে, উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়টির নির্ভুলতা ব্যক্তিগতভাবে পর্যালোচনা করে নিশ্চিত হতে হবে। এ পর্যালোচনার একটি নীতিমালা ইসলাম দিয়েছে। সে নীতিমালার চলমান চিত্রটি নিম্নরূপ–

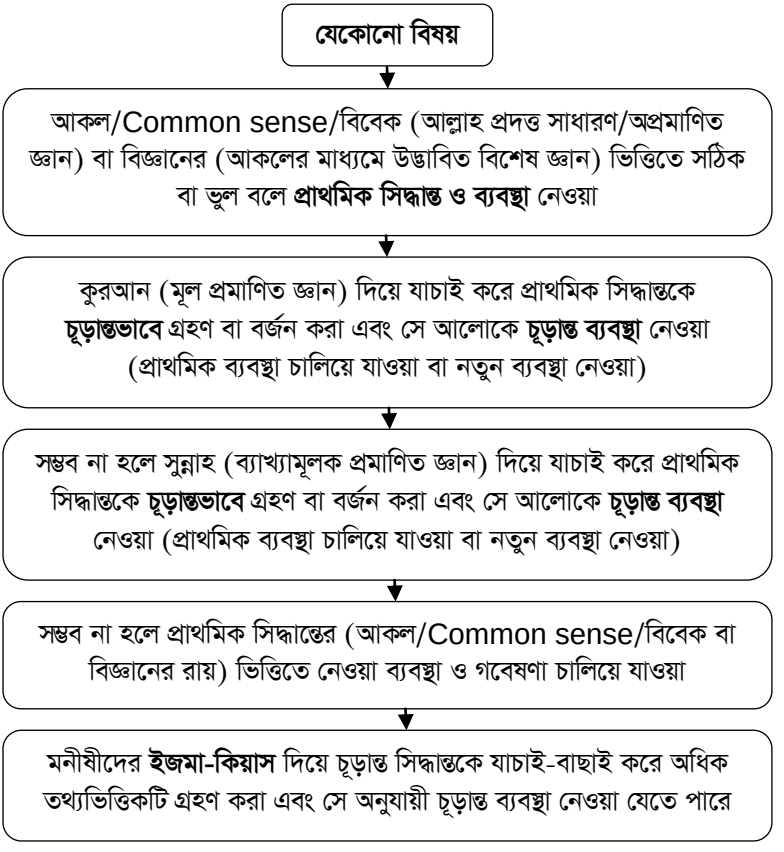

নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)' (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে।

তবে আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটিকে ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন করতে হলে উৎস তিনটি ব্যবহার করার মূলনীতিগুলো অবশ্যই জানতে হবে। আমাদের গবেষণামতে ঐ মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপ–

কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতিসমূহ–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো

জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

হাদীসকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতিসমূহ–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতিসমূহ–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

স্তর ৩-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ

স্তর ৩-এর মূলনীতি : উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়ের ওপর উপস্থাপকের আমল থাকা।

আকল/বিবেক/Common sense

উপস্থাপিত বিষয়টির ওপর উপস্থাপকের নিজের আমল নেই দেখতে বা জানতে পেলে দর্শক-শ্রোতাগণ বিষয়টির ওপর আমল করতে উৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে নিরুৎসাহিত হবে। তারা বলবে, বক্তা নিজের জন্যই বিষয়টি দরকারি মনে করেন না, তাহলে আমাদের জন্য তা কীভাবে প্রয়োজনীয় হয়। তাই বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত করতে যাওয়া বিষয়ের ওপর উপস্থাপকের নিজের আমল থাকতে হবে। আর যদি না থাকে তবে উপস্থাপন করার আগে আমল শুরু করতে হবে। এটি না হলে বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

♣♣ ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের তৃতীয় স্তরের মূলনীতি হবে, উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়ের ওপর উপস্থাপকের নিজের আমল থাকা।

আল কুরআন

তথ্য-১

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ .

তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা (আল্লাহর) কিতাব পাঠ করে থাকো? তবে কি তোমরা আকলকে ব্যবহার করো না?

(সুরা আল বাকারা/২ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি বনী ইসরাইলদের লক্ষ্যে বলা হলেও এর শিক্ষাটি সর্বজনীন তথা কুরআনসহ সকল কিতাবধারীদের জন্য প্রযোজ্য। আয়াতের 'নিজেদের কথা ভুলে যাও' অংশটির অর্থ হলো 'নিজেরা আমল করতে ভুলে যাও'।

আয়াতটিতে মহান আল্লাহ প্রথমে কিতাবধারীদের একটি কর্মপদ্ধতি তুলে ধরেছেন। সেটি হলো– মানুষদের সৎকাজ করতে বলা, কিন্তু নিজে সেটি পালন না করা। এরপর বলা হয়েছে 'অথচ তোমরা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে থাকো'। এ কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– এ ধরনের

কর্মপদ্ধতি আল্লাহর পাঠানো যে কিতাব তারা পাঠ করে থাকে তাতে কোথাও লেখা নেই।

আয়াতের শেষ অংশের বক্তব্য হলো 'তবে কি তোমরা আকলকে ব্যবহার করো না?' এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– তাদের সকলকে জন্মগতভাবে আকল/বিবেক/Common sense নামের যে জ্ঞানের উৎসটি তিনি দিয়েছেন, শুধু সেটিকে কাজে লাগালেও তো বুঝা যায় এ ধরনের কর্মপদ্ধতি সঠিক নয়।

তাই এ আয়াতের শিক্ষা হলো, আল্লাহর কিতাব কুরআনের বাহক মুসলিমদের বক্তব্য উপস্থাপনের সঠিক কর্মপদ্ধতি হবে– বক্তব্য উপস্থাপন করার আগে উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়টির ওপর উপস্থাপকের আমল থাকতে হবে।

তথ্য-২

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

হে যারা ঈমান এনেছো! কেন তোমরা তা বলো যা তোমরা (বাস্তবে) করো না? আল্লাহর কাছে এটি অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী একটি বিষয় যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা (বাস্তবে) করবে না।

(সুরা আস সফ/৬১ : ২-৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি থেকে জানা যায়, নিজের আমল নেই এমন বিষয়ে অন্যকে আমল করতে বলার কর্মপদ্ধতিটিতে আল্লাহ তা'য়ালা প্রচণ্ড রাগান্বিত হন। অর্থাৎ এটি একটি বড়ো গুনাহর কাজ। তাই এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় প্রত্যেক ওয়াজ উপস্থাপককে কোনো বিষয় উপস্থাপন করার আগে সেটির ওপর নিজের আমল থাকতে হবে।

♣♣ ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের তৃতীয় স্তরের মূলনীতি হবে, উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়ের ওপর উপস্থাপকের নিজের আমল থাকা।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ قِيلَ لأُسَامَةَ لَوْ أَتَيْتَ فُلاَنًا فَكَلَّمْتَهُ . قَالَ إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ أَنِّي لاَ أُكَلِّمُهُ إِلاَّ أُسْمِعُكُمْ ، إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ ، وَلاَ أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرٌ

النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالُوا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ أَيْ فُلاَنُ، مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ ওয়াইল রহ.-এর বর্ণনা সনদের তৃতীয় ব্যক্তি আলী রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– উসামা রা.-কে বলা হলো, কত ভালো হতো! যদি আপনি ঐ ব্যক্তির (উসমান রা.)-এর কাছে যেতেন এবং তার সঙ্গে আলোচনা করতেন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনারা মনে করছেন যে– আমি তাঁর সঙ্গে আপনাদের শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলবো। অথচ আমি তাঁর সঙ্গে (দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে) গোপনে আলোচনা করেছি, যেন আমি একটি দ্বার (প্রচার দ্বার) খুলে না বসি। আমি দ্বার উন্মুক্তকারী প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। আমি রসুলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে কিছু শুনেছি, যার পর আমি একজন ব্যক্তিকে আমাদের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি বলতে পারি না, এ কারণে যে তিনি আমাদের আমীর নির্বাচিত হয়েছেন। লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি তাঁকে কী বলতে শুনেছেন? উসামা রা. বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি– কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, **আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম।**

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নম্বর-৩২৬৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের ভিত্তিতে বলা যায়– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের তৃতীয় স্তরের মূলনীতি সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়কে হাদীস দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

স্তর ৪-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ

স্তর ৪-এর মূলনীতি : জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান তথা আকল/বিবেক/ Common sense-এর সাহায্য নিয়ে শ্রোতাদের উপস্থাপন করতে চাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসা।

এটি ও পরের দুটি স্তর হলো বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহতের মূল বিষয় উপস্থাপনের স্তর। তাই এ তিনটি স্তরকে বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহতের মূল বিষয় উপস্থাপনের তিনটি ধাপ বলা যায়। তাই ৪ নম্বর স্তরটি হলো, মূল বিষয় উপস্থাপনের প্রথম ধাপ। এ ধাপে, যে মূল বিষয়টি উপস্থাপক শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান, সেটির পক্ষে শ্রোতাদেরকে নিয়ে আসতে হবে।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহতের উপস্থাপনা শুরু করা হয় মূল বিষয় সম্পর্কে কুরআন বা সুন্নাহর তথ্য বলার মাধ্যমে। কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অনুযায়ী এটি সঠিক নয়। তাই এ ধাপটিকে আমরা দুটি উপধাপে বিভক্ত করে তুলে ধরবো–

ক. এ উপধাপে আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, হাদীস ও আকল/ বিবেক/Common sense এর কোনটিকে প্রথমে ব্যবহার করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

খ. এ উপধাপে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/বিবেক/ Common sense ব্যবহার করে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপন করতে চাওয়া মূল বিষয়টির পক্ষে আনার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ক. কুরআন, হাদীস ও আকল/বিবেক/Common sense-এর কোনটিকে প্রথমে ব্যবহার করতে হবে

আকল/বিবেক/Common sense

আকল অনুযায়ী একটি বিষয় যেকোনো মানুষকে শেখানো, গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী আমল করানোর সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হলো মানুষটির ঐ বিষয়ে যে জ্ঞান আছে তার সাহায্য নেওয়া। মহান আল্লাহ জ্ঞানের যে উৎসটি পৃথিবীর সকল মানুষকে প্রথমে রুহের জগতে নিজে ক্লাস নিয়ে (সুরা বাকারা/২ : ৩১) এবং পরে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় ইলহামের মাধ্যমে (সুরা আশ শামস/৯১ : ৭-১০) সকল মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন তা হলো আকল/বিবেক/Common sense। এ উৎসটি তথা এ উৎসের জ্ঞান সকল মানুষের কাছে সব সময় থাকে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সব তথ্য কোনো মানুষের কাছে সব সময় থাকে না। তাই অতি সহজে বলা যায়

ইসলামের কোনো বিষয় মানুষকে শেখানো, গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী আমল করানোর সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হবে প্রথমে আকল/বিবেক/Common sense কে ব্যবহার করা।

বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের উদ্দেশ্যই হলো– ইসলামের কোনো বিষয় মানুষকে শেখানো, গ্রহণ করানো এবং সে অনুযায়ী আমল করানো। তাই আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে অতি সহজে বলা যায়– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহতের মূল বিষয় উপস্থাপনের সময় প্রথমে আকলকে ব্যবহার করতে হবে।

♣♣ ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহতের মূলবিষয় উপস্থাপনের প্রথম ধাপে আকল/বিবেক/Common sense-কে ব্যবহার করতে হবে। কুরআন ও হাদীস নয়।

আল কুরআন

তথ্য-১

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ .....

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসুলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ (কুরআন) ও রসুলের (সুন্নাহর) দিকে। ... ...

(সুরা আন নিসা/৪ : ৫৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা ও রসুল স.-এর সাথে মতপার্থক্য করার কোনো সুযোগ নেই। মতপার্থক্য করা যায় ইসলামী সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের (উলিল আমর) সাথে। একটি কথা শোনার পর সকল মানুষ মতপার্থক্য করতে পারে শুধু আকল/বিবেক/Common sense-এর মাধ্যমে। আবার আয়াতটিতে মতবিরোধ হওয়ার পর কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে তথা কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে যাচাই করার কথা বলা হয়েছে । তাই আয়াতটির আলোকে বলা যায়– মতপার্থক্য নিরসনসহ যেকোনো ব্যাপারে প্রথমে আকল/বিবেক/Common sense তারপর কুরআন ও শেষে হাদীসকে ব্যবহার করতে হবে।

তথ্য-২

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا . . . .

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো। ... ...

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– কোনো বিষয় সম্পর্কে আকল/বিবেক/Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও সুন্নাহ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। তাই এ আয়াতটির আলোকেও বলা যায়– সকল ব্যাপারে প্রথমে আকল তারপর কুরআন ও শেষে হাদীসকে ব্যবহার করতে হবে।

♣♣ ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহতের মূল বিষয় উপস্থাপনের প্রথম ধাপে আকল/বিবেক/Common sense-কে ব্যবহার করতে হবে। কুরআন-হাদীস নয়।

খ. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/বিবেক/Common sense ব্যবহার করে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপন করতে চাওয়া মূল বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসার পদ্ধতি

পদ্ধতিটি হলো– সত্য উদাহরণ বা তথ্যকে, বহু নির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple choice question) আকারে উপস্থাপন করার পর, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান তথা আকল/বিবেক/Common sense-এর জ্ঞানের আলোকে উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে বক্তার শেখাতে চাওয়া মূল বিষয়টির পক্ষে শ্রোতাদেরকে নিয়ে আসার পদ্ধতি।

উদাহরণ দেওয়ার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ দিতে পারলে অধিক ভালো হবে। কারণ, চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ বোঝা সহজ এবং নিজের প্রয়োজন মনে করে মানুষ মনোযোগ সহকারে তা শোনে। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু না কিছু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সকল মানুষের আছে। কারণ, নিজের কোনো ধরনের রোগ হয়নি অথবা আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের জন্য জীবনে একবারও চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়নি এমন লোক পৃথিবীতে নেই।

এ পদ্ধতি মহান আল্লাহই প্রথম চালু করেছেন। কুরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা বার বার মানুষকে নানা ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন করেছেন। এ প্রশ্ন করার কারণ হলো–

১. মানুষকে জন্মগতভাবে যে জ্ঞান আল্লাহ দিয়েছেন তার ভিত্তিতে সকল মানুষ ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।
২. প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদানের মাধ্যমে জীবন সম্পর্কিত অনেক জ্ঞান মানুষ তাঁর কাছ থেকে শিখে যাবে।

তাই বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদান হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আকল/বিবেক/Common sense জাগ্রত থাকা সবাই উপস্থাপক যে তথ্যটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সে উত্তরটিই দেবে। অর্থাৎ উপস্থাপক যে তথ্যটি শ্রোতাদের শেখাতে, গ্রহণ করাতে ও আমল করাতে চাচ্ছেন সেটির পক্ষে সকল শ্রোতা নিজ থেকে চলে আসবে।

এখন চলুন আল্লাহর করা বহু নির্বাচনি প্রশ্নের একটি উদাহরণ দেখা যাক–

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ .....

আল্লাহ একটি উদাহরণ পেশ করছেন, এক ব্যক্তি যার শরীক (প্রভু) অনেক, যারা পরস্পরবিরোধী এবং অন্য এক ব্যক্তি যে একজনের মালিকানাধীন। দৃষ্টান্তের দিক থেকে এই দুইজন কি সমান? ... ...

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৯)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তা'য়ালা যারা শিরক করে এবং যারা তৌহিদে (আল্লাহর একত্ববাদ) বিশ্বাস করে তাদের মধ্যকার পার্থক্য, বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে তার উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে মানুষকে শেখাতে বা বুঝাতে চেয়েছেন। প্রশ্নটি এমন–

কে অধিক শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারবে–

১. যার পরস্পরবিরোধী অনেক প্রভু আছে
২. যে এক প্রভুর মালিকানাধীন
৩. জানি না
৪. বলা কঠিন

সকলেই দুই নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে আল্লাহ যে বিষয়টি (শিরক ও তৌহিদের অকল্যাণ ও কল্যাণ) মানুষকে গ্রহণ করাতে চেয়েছেন মানুষ নিজে থেকে সে বিষয়টির পক্ষে চলে আসলো। বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে তার উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়ের পক্ষে নিয়ে আসার কিছু নমুনা পরে (পৃষ্ঠা নং ৬৯) আসছে।

এ নীতির প্রতি শ্রোতাদের বিশ্বাস দৃঢ় করতে আরও যা করা যেতে পারে

এ পর্যায়ে ৪ নম্বর স্তরের নীতিটির প্রতি শ্রোতাদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য ইসলাম জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য উদাহরণ ও Common sense-এর গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে থাকা তথ্যের যতগুলো সম্ভব উপস্থাপন করা যেতে পারে। নিম্নে কিছু তথ্য উল্লেখ করা হলো।

কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বোঝার জন্য উদাহরণের গুরুত্ব

আল কুরআন

তথ্য-১

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ .

আর নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা : এখানে মহান আল্লাহ বলেছেন, তিনি ইসলাম শেখানোর জন্য কুরআনে সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। কুরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কুরআনের বেশিরভাগ আয়াত হলো উদাহরণের আয়াত। আর যে ধরনের উদাহরণ মহান আল্লাহ কুরআনে ব্যবহার করেছেন তা হলো–

- Common sense
- বিজ্ঞান
- সত্য ঘটনা
- ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা
- সত্য কাহিনি।

তথ্য-২

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ .

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতটির অংশভিত্তিক অর্থ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না– মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে।

ব্যাখ্যা : নিশ্চয় আল্লাহ কুরআনকে বোঝানো, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, তাঁর ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য মশা বা তার চেয়ে ছোটো প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে লজ্জাবোধ করেন না।

শিক্ষা : কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের ছোটো-খাটো উদাহরণেরও সাহায্য নিতে কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য।

ব্যাখ্যা : কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। তাই এ আয়াতাংশ অনুযায়ী, শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে কুরআনের বক্তব্য ও প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহণের গুরুত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই বলা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا

আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা : যারা জীববিজ্ঞান, এমনকি ক্ষুদ্র একটি প্রাণীর উদাহরণকেও কুরআন বোঝার জন্য তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা : প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করায় অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই পথভ্রষ্ট

হয়। অন্যদিকে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করায় অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাই সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ .

আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা : আর গুনাহগাররা ছাড়া কেউ প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয় না।

তথ্য-৩

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ .

আর রসুলগণের সংবাদসমূহ থেকে আমরা যে ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দিয়ে আমরা তোমার মনকে দৃঢ় করি। আর এর মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য শিক্ষা, উপদেশ ও যিক্‌র।

(সুরা হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা : এখানে নবী-রসুল এবং কাফির-মুশরিকদের যে সকল ঘটনা, কাহিনি ইত্যাদি কুরআনে উল্লেখ আছে সেগুলোকে শিক্ষণীয় বিষয় বলা হয়েছে। কুরআনে উল্লেখ থাকা ঘটনা বা কাহিনি হলো সত্য ঘটনা বা কাহিনি। তাই এখান থেকে বলা যায় যে, যেকোনো সত্য ঘটনা বা কাহিনি হলো ইসলামের শিক্ষণীয় বিষয়।

তথ্য-৪

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ .
تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ .

তুমি কি দেখোনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন? কালিমায়ে তাইয়্যেবা হলো একটি উত্তম গাছ, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। তা (কালিমা তাইয়্যেবা) প্রত্যেক মওসুমে তার রবের (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে তার ফলদান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উদাহরণ উপস্থাপন করে থাকেন যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

(সুরা ইবরাহীম/১৪ : ২৪, ২৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে উদ্ভিদবিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণটির মাধ্যমে কালিমা তাইয়্যেবার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো–

১. একটি সুন্দর গাছ– কালিমা তাইয়্যেবা একটি কল্যাণময় বাক্য।
২. মূল সুদৃঢ়– কালিমা তাইয়্যেবার মূল কুরআন ও সুন্নাহ।
৩. শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত– কালিমা তাইয়্যেবার শিক্ষা বা ব্যাখ্যা ব্যাপক।
৪. প্রত্যেক মওসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফলদান করে– কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা শিক্ষা মানুষকে নানাভাবে উপকৃত করে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، .... عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

ইমাম বুখারী রহ. আবদুল্লাহ বিন ওমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ বিন ওমর রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. একদা বললেন– গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমার ধারণা হলো– সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার জন্য) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নম্বর ৬২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে খেজুর গাছ তথা উদ্ভিদবিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য শেখানো (বোঝানো) হয়েছে। খেজুর গাছের পাতা ঝরে পড়ে না। তাই একজন প্রকৃত মুসলিম তথা যে মুসলিম জেনে ও বুঝে ইসলাম গ্রহণ ও পালন করছে, ঈমান ও আমলের দিক থেকে সে কখনো ঝরে পড়বে না।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ননা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম বিন হামজা থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, তিনি আল্লাহর রসুল স.-কে বলতে শুনেছেন– "বলতো দেখি! যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার (যথাযথভাবে) গোসল করে, তাহলে কি তাঁর শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তাঁর শরীরে কোনোরকম ময়লা থাকবে না। তখন রসুল স. বললেন, এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা (মানব জীবন থেকে) ভুলসমূহ (অন্যায় ও অশ্লীল কাজসমূহ) দূর করে (মিটিয়ে) দেন।"

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নম্বর-৫২৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে শরীর-স্বাস্থ্য (চিকিৎসাবিজ্ঞান) বিষয়ক একটি উদাহরণ দিয়ে রসুল স. সালাত সম্পর্কিত দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে ও বুঝিয়ে দিয়েছেন। অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় হলো মানব জীবনের ভুল তথা বড়ো অকল্যাণ/গুনাহ। তাই হাদীসটিতে রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন– পাঁচবার যথাযথভাবে গোসল করলে যেমন শরীরের সকল ময়লা দূর হয়ে যায়, তেমনি পাঁচবার যথাযথভাবে সালাত আদায় করলে মানুষের জীবনের সকল অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর হয়ে যায়।

সালাত আদায় করার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি (ও সমাজ) জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর হবে শুধু তখনই, যখন সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা তথা সালাত প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করা হবে। তাই হাদীসটির মাধ্যমে রসুল স. সালাত সম্পর্কিত দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন–

১. সালাতের উদ্দেশ্য হলো– মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর করা।
২. 'সালাত কায়েম করা' কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম করা।

উদাহরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব' (গবেষণা সিরিজ-৩৪) বইটিতে।

ইসলামে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য আকল/বিবেক/Common sense এর গুরুত্ব–

এ বিষয়ে–

১. কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য পুস্তিকার জ্ঞানের উৎস বিভাগের Common sense উপধারায় উল্লেখ করা হয়েছে।
২. বিস্তারিত আলোচনা আছে 'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব' (গবেষণা সিরিজ-৬) বইটিতে।

স্তর ৫-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ

স্তর ৫-এর মূলনীতি : আল কুরআনের যত বেশি সংখ্যক সম্ভব আয়াত উপস্থাপন করে ৪ নম্বর স্তরের সিদ্ধান্তটিকে দৃঢ় করা।

উপস্থাপনকারী এ স্তরে ৪ নম্বর স্তরের সিদ্ধান্তটির সমর্থনে কুরআনের যত বেশি সংখ্যক সম্ভব আয়াত ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করবেন।

নীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ : এ নীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ হলো নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন, হাদীস ও আকল/বিবেক/Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্র। সে প্রবাহচিত্রটি হলো–

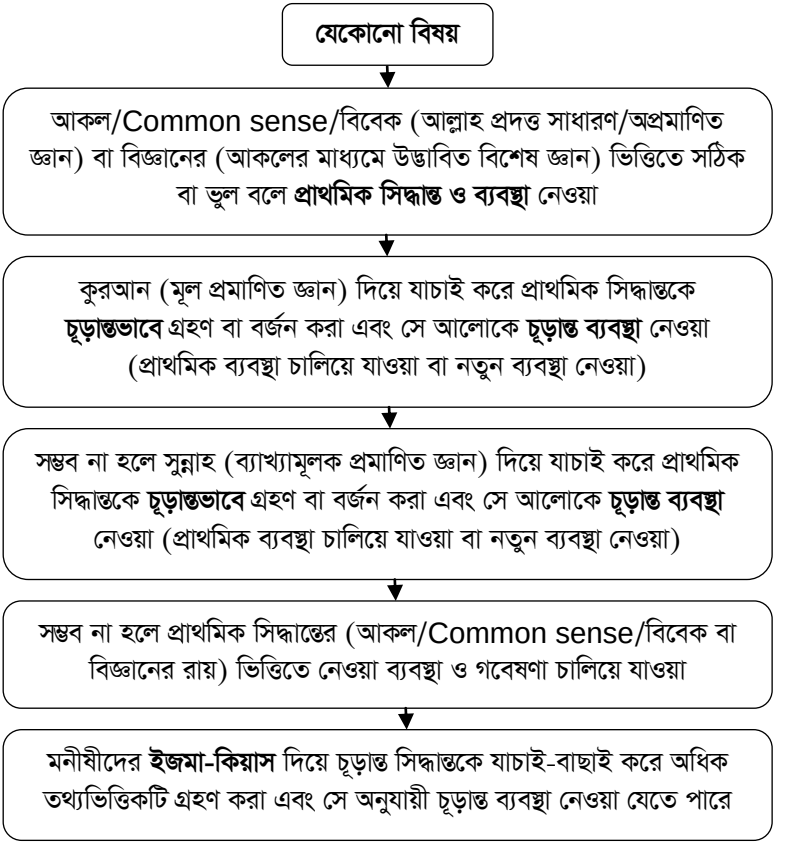

নিজেদের আকলের রায়ের পক্ষে কুরআনের সমর্থন দেখার ফলে–

- নিজের দেওয়া উত্তর সঠিক হওয়ার ব্যাপারে দর্শক-শ্রোতাগণ নিশ্চিত হয়ে যাবে।
- কেউ তাদেরকে সেখান থেকে সহজে সরাতে পারবে না।
- নিজের ইসলামের জ্ঞান থাকার ব্যাপারে দর্শক-শ্রোতাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে।
- মনের প্রশান্তি নিয়ে বিষয়টি দর্শক-শ্রোতাগণ গ্রহণ করে নেবে এবং আমল শুরু করে দেবে।

স্তর ৬-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ

স্তর ৬-এর মূলনীতি : যত বেশি সংখ্যক সম্ভব নির্ভুল হাদীস উপস্থাপন করে ৪ নম্বর স্তরের সিদ্ধান্তটিকে আরও দৃঢ় করা।

বক্তা তার প্রতিষ্ঠিত করতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে কুরআনের তথ্য উপস্থাপন করার পর সাধারণভাবে হাদীসের তথ্য উপস্থাপনের দরকার পড়ে না। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের পক্ষে অবশ্যই হাদীস আছে। আর কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যবিরোধী কোনো কথা রসুল স.-এর কথা বলে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবুও শ্রোতাদের মনের প্রশান্তির জন্য বা উপস্থাপিত বিষয়টির ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় করার জন্য এ স্তরে বক্তা ৪ নম্বর স্তরের সিদ্ধান্তটির সমর্থনে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব নির্ভুল হাদীস উপস্থাপন করবেন। নিজেদের আকল/বিবেক/Common sense-এর রায়ের পক্ষে হাদীসেরও সমর্থন দেখতে পেলে–

- ঐ রায় যে সঠিক সে ব্যাপারে দর্শক-শ্রোতাগণ আরও নিশ্চিত হয়ে যাবে।
- তাদের সেখান থেকে সরানো আরও কঠিন হয়ে যাবে।
- নিজের ইসলামের জ্ঞান আছে এ ব্যাপারে শ্রোতাদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যাবে।
- মনে আরও প্রশান্তি নিয়ে বিষয়টি তারা গ্রহণ করে নেবে এবং আমল শুরু করে দেবে।

নীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ : এ নীতিটিরও সঠিক হওয়ার প্রমাণ হলো নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন, হাদীস ও আকল/বিবেক/Common sense ব্যবহারের উপরোল্লিখিত প্রবাহচিত্র।

স্তর ৭-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ

স্তর ৭-এর মূলনীতি : সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ বা মনীষীদের তথ্যটির সমর্থনকারী বক্তব্য (যদি পাওয়া যায়) উপস্থাপন করা।

আকল/বিবেক/Common sense

বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনকারী তার উপস্থাপিত তথ্যের পক্ষে আগের বিখ্যাত ব্যক্তিদের যে সব বক্তব্য আছে, তা উপস্থাপন করতে পারেন। তবে এটি অপরিহার্য নয়। কারণ, উপস্থাপিত তথ্যটির পক্ষে যদি কুরআন, সুন্নাহ ও বর্তমান আকলের সমর্থন থাকে তবে–

- তা অবশ্যই মানতে ও অনুসরণ করতে হবে। চাই তার পক্ষে আগের মনীষীদের বক্তব্য থাকুক বা না থাকুক।
- বিষয়টির ব্যাপারে আগের কোনো মনীষীর দেওয়া বিপরীত বক্তব্য থাকার জন্য তা অবশ্যই উপেক্ষা করা যাবে না। কারণ, সভ্যতার

জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য আগের কোনো মনীষীর বিষয়টির বুঝ বা ব্যাখ্যায় ভুল থাকা অসম্ভব নয়।

- আগের প্রকৃত মনীষীদের কথা পাল্টিয়ে সে স্থানে ষড়যন্ত্রকারীদের মিথ্যে কথা লিখে রাখার দলিল আছে।

♣♣ ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের ৭ম স্তরে সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ বা মনীষীদের তথ্যটির সমর্থনকারী বক্তব্য পাওয়া গেলে তা উপস্থাপন করা যেতে পারে।

আল কুরআন

.....فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ .

... ... তোমরা যদি না জানো তবে আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানধারীদের জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা আল আম্বিয়া/২১ : ৭, সুরা আন নাহল/১৬ : ৪৩)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও এ আয়াতের শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। মুসলিমদের জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হলো কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/বিবেক/Common sense। আর ইসলামী সমাজের বিশেষজ্ঞ বা মনীষীদের গবেষণার ফল/সিদ্ধান্তকে ইজমা বা কিয়াস বলে।

আয়াতটি থেকে মুসলিমদের শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা করে তাদের সেটি জেনে নিতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে, সে বিষয়ে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা না করলেও চলবে।

৫. কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে ইজমা বা কিয়াস দিয়ে তা যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করায় দোষ নেই।

৬. ইজমা বা কিয়াস যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।
৭. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রিফারেন্স।

♦♦ তাহলে দেখা যায়– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের সময় আকল/বিবেক/Common sense, কুরআন ও হাদীসের তথ্য উপস্থাপনের পর সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ বা মনীষীদের তথ্যটির সমর্থনকারী বক্তব্য পাওয়া গেলে তা উপস্থাপন করা যেতে পারে। এ তথ্যটি কুরআন সমর্থন করে।

♣♣ ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের ৭ম স্তরে সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ বা মনীষীদের তথ্যটির সমর্থনকারী বক্তব্য পাওয়া গেলে তা উপস্থাপন করা যেতে পারে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ... ...عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ) قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন, আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই

সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রাসূলুল্লাহ স.-এর ঘরের একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম। তাই তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে ঝগড়া (Quarrel/Argument) করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল। তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং ধীরভাবে বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মত তাদের (আসমানি) বার্তা (আল্লাহর কিতাব) নিয়ে এ ধরনের ঝগড়া করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে অসত্য ঘোষণা (রহিত/Deny) করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং এক অংশ অন্য অংশের সত্যতা (পূর্ণতা/Completeness) ঘোষণা করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। তাই এটির যা তোমাদের হৃদয়াঙ্গম (আকল/বিবেক/Common sense সম্মত) হয় তার ওপর আমল করো। আর এটির (কুরআনের) যে বিষয়ে তোমরা জাহিল (আকল/বিবেক/Common sense দিয়ে বুঝতে অক্ষম) তা ঐ বিষয়ের (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানীদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষে থাকা 'আর এটির (কুরআনের) যে বিষয়ে তোমরা জাহিল (আকল/বিবেক/Common sense দিয়ে বুঝতে অক্ষম) তা ঐ বিষয়ের (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানীদের দিকে ফিরিয়ে দাও' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ওপরে উল্লিখিত সুরা আল আম্বিয়ার ৭ এবং সুরা নাহলের ৪৩ নম্বর আয়াতের অনুরূপ।

স্তর ৮-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ

স্তর ৮-এর মূলনীতি : উপস্থাপিত বিষয়টি অনুসরণ করা বা না করায় দুনিয়ার লাভ বা ক্ষতি উপস্থাপন করা।

এ স্তরে অনেক ওয়াজ-নসীহতকারী উপস্থাপিত বিষয়টি করণীয় কাজ হলে তা পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ হলে তা থেকে দূরে থাকায় আখিরাতে কী কল্যাণ বা অকল্যাণ হবে অনেক সময় নিয়ে তা উপস্থাপন করেন। দুনিয়ার কল্যাণ বা অকল্যাণের কথা বলেনই না বা খুব কম বলেন। তবে এটি সঠিক

নয়। এ স্তরে শুধু দুনিয়ার কল্যাণ বা ক্ষতির বিষয়টি ব্যাপকভাবে এবং সময় নিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। এ নীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ–

আকল/বিবেক/Common sense

নগদটি আগে চাওয়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয় এবং তা যৌক্তিক। কারণ, নগদে না পেলে জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হওয়া সম্ভব নয়। ইসলামও মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে চায়। তাই সহজে বলা যায়– ইসলামের বিভিন্ন আমলের দুনিয়ার কল্যাণ আগে চাওয়া বা দুনিয়ার কল্যাণের তথ্য আখিরাতের কল্যাণের আগে বর্ণনা করা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হওয়ার কথা।

♣♣ ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– ওয়াজ-নসীহতে একটি আমলের লাভ বা ক্ষতি বলার সময় পরকালের লাভ বা ক্ষতির আগে দুনিয়ার লাভ বা ক্ষতি উপস্থাপনের নীতিটি সঠিক।

আল কুরআন

তথ্য-১

. . . . رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

... ... হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২০১)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কাছে কল্যাণ চাওয়ার সময় পরকালের কল্যাণ চাওয়ার আগে দুনিয়ার কল্যাণ চাইতে বলেছেন।

তথ্য-২

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج . . . .

আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩১)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। বন্ধু নিশ্চয় তাঁর বন্ধুর জন্য কল্যাণমূলক কাজই করবে। তাই এ আয়াতেও দুনিয়ার কল্যাণ আখিরাতের কল্যাণের আগে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তথ্য-৩

..... فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۭ .....

অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে।... ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে দুনিয়ায় শাস্তি পাওয়ার কথা পরকালের শাস্তির আগে বলা হয়েছে।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াত তিনটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

১. প্রথম আয়াতটিতে দুনিয়ার কল্যাণ আখিরাতের কল্যাণের আগে চাইতে বলা হয়েছে।
২. দ্বিতীয় আয়াতটিতে দুনিয়ার কল্যাণ আখিরাতের কল্যাণের আগে প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
৩. তৃতীয় আয়াতটিতে দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির আগে দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– আল কুরআনে যে সকল আয়াতে দুনিয়া ও পরকালের লাভ-ক্ষতি তথা পুরস্কার-শাস্তির কথা বলা হয়েছে তার সকল স্থানে দুনিয়ার কথা আগে বলা হয়েছে।

♣♣ ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– ওয়াজ-নসীহতে কোনো আমলের লাভ বা ক্ষতি বলার সময় দুনিয়ার লাভ বা ক্ষতি পরকালের লাভ বা ক্ষতির আগে উপস্থাপনের নীতিটি সঠিক।

♦♦ **এ স্তরে যে বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে:** দুনিয়ার কল্যাণের তথ্য দিতে গিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য বেশি বেশি উপস্থাপন করতে হবে। অবাস্তব ঘটনা বা কাহিনি বলা ক্ষতিকর হবে। কারণ, এটি জ্ঞানী মানুষ, যারা সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে, তাদের ইসলামের প্রতি বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেবে। বিজ্ঞানভিত্তিক কল্যাণের তথ্য বলতে গেলে বিজ্ঞান আগে জানতে হবে। আর বিজ্ঞান জানাকে আল্লাহ তা'য়ালা কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন তা আল কুরআনের পৃষ্ঠা উল্টালে (বুঝে পড়লে) যেকোনো ব্যক্তি অতি সহজে বুঝতে পারবেন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়– বর্তমান বিশ্বের ইসলামী শিক্ষায় বিজ্ঞানের কোনো বা তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসে বিজ্ঞান বলে কোনো সাবজেক্টই নেই (কিছুদিন হলো খুব সীমিত পর্যায়ে শুরু হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ)। এ জন্য বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ ওয়াজ-নসীহতকারীগণ তাদের উপস্থাপন করা বিষয়ের দুনিয়ার সাধারণ কল্যাণের কথাও বলেন না বা খুব কম বলেন। আর বৈজ্ঞানিক কল্যাণের কথা যাতে তারা না বলতে পারেন সে জন্য প্রচলিত ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে বিজ্ঞান নেই বা না থাকার মতো করেই আছে। এটি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র।

স্তর ৯-এর মূলনীতিটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ

স্তর ৯-এর মূলনীতি : উপস্থাপিত বিষয়টি অনুসরণ করা বা না করায় আখিরাতে লাভ বা ক্ষতি উপস্থাপন করা।

এ নীতিটির বক্তব্য হলো– ওয়াজ নসীহতে একটি আমলের লাভ বা ক্ষতি বলার সময় পরকালের লাভ ও ক্ষতি তথা পুরস্কার ও শাস্তির কথা অবশ্যই বলতে হবে। তবে তা বলতে হবে দুনিয়ারটা বলার পর। স্তর ৮-এ উল্লিখিত কুরআন ও আকল/Common sense-এর তথ্যের মাধ্যমে আমরা এ স্তরের (স্তর-৯) তথ্যটিও চূড়ান্তভাবে জেনেছি। এখন জানার বিষয় হলো–

১. পরকালের পুরস্কার ও শাস্তির (লাভ বা ক্ষতি) কথা যে কারণে বলতে হবে।
২. পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে যা বললে পুরো আলোচনার ফল শূন্য হয়ে যাবে।

১. পরকালের পুরস্কার ও শাস্তির (লাভ বা ক্ষতি) কথা যে কারনে বলতে হবে

বাস্তব অবস্থা হলো নানা দুর্বলতার জন্য দুনিয়ার বিচারে অনেকে–

- কোনো শাস্তি পায় না।
- বড়ো অপরাধের জন্য লঘু শাস্তি পায়।
- ছোটো অপরাধের জন্য বড়ো শাস্তি পায়।

এ অবস্থাগুলোর উপস্থিতি অনৈসলামী বিচার ব্যবস্থায় বেশি। আর প্রকৃত ইসলামী আইনে চলা বিচার ব্যবস্থায় কম থাকলেও কখনো শুন্য হবে না। ইসলামে পরকালীন বিচার রাখার মূল কারণ হলো দুনিয়ার বিচারের উল্লিখিত দুর্বলতাগুলো পুষিয়ে দেওয়া। তাই পরকালীন বিচার ব্যবস্থাটি মহান আল্লাহ এমন করেছেন যে, সেখানে–

- শাস্তি হবে দৃষ্টান্তমূলক। অর্থাৎ দুনিয়ায় কেউ যেন অপরাধ করতে সাহস না পায়।
- পুরস্কার হবে দৃষ্টান্তমূলক। অর্থাৎ দুনিয়ায় সকলে যেন সৎকাজ করতে উৎসাহিত হয়।
- কর্ম অনুযায়ী কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া শাস্তি বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ছাড়া সকলেই পাবে।
- কর্ম অনুযায়ী কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া পুরস্কার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ছাড়া সকলেই পাবে।

সুতরাং ওয়াজ-নসীহতের শেষ স্তরে আলোচনা করা বিষয়টির পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির কথা সময় নিয়ে ও স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। আর এটির মূল কারণ হলো– দুনিয়ায় অপরাধের পরিমাণ কমিয়ে এবং সৎকাজের পরিমাণ বাড়িয়ে মানব জীবনকে শান্তিময় করা।

২. পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে যা বললে পুরো আলোচনা শূন্য হয়ে যাবে

উপস্থাপনার এ স্তরে এমন বক্তব্য অবশ্যই পরিহার করতে হবে যা মানুষকে অন্যায় কাজ তথা গুনাহ করতে উৎসাহিত করে বা সাহস যোগায়। এ ধরনের কথা, বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনকারীর সৎমানুষ তৈরিকরামূলক আগের সকল কথাকে শূন্যস্থানে নিয়ে যেতে বাধ্য। আর মানুষকে অন্যায় কাজ তথা গুনাহ করতে উৎসাহিত করে বা সাহস যোগানোমূলক কোনো কথা আল্লাহ তা'য়ালা বা রসুল স. কোনো মতেই বলতে পারেন না।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়– বর্তমান বিশ্বের ওয়াজ-নসীহতে মানুষকে অন্যায় কাজ তথা গুনাহ করতে উৎসাহিত করা বা সাহস যোগানোমূলক অনেক কথা অসংখ্য বার, অসংখ্য স্থানে এবং অসংখ্য মুখে বলা হচ্ছে। ঐ কথাগুলো মানুষকে অন্যায় কাজ তথা গুনাহ করতে উৎসাহিত করে বা সাহস যোগায় এটি বুঝতে খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন পড়ে না। আর এটি ওয়াজ-নসীহতের ফল না ফলার একটি মূল কারণ।

বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালার প্রবাহচিত্র

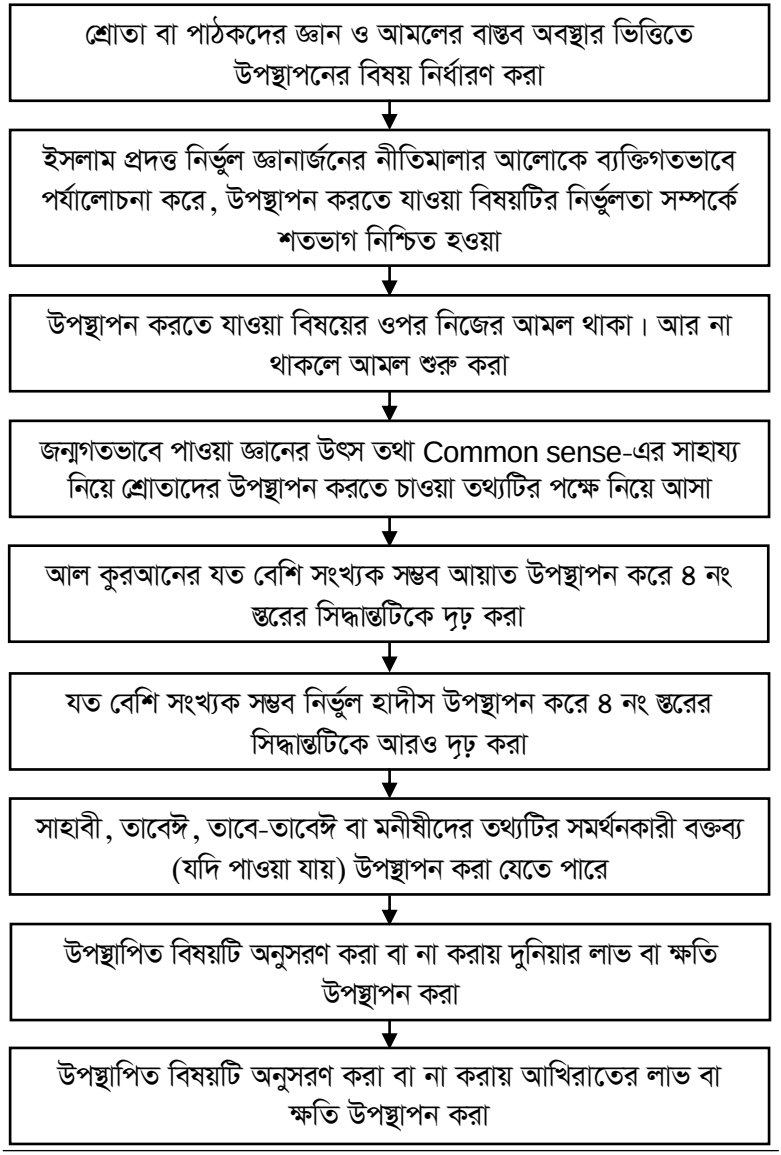

যে কথাগুলো সকল বক্তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে

১. সকলকে মনে রাখতে হবে– রাগান্বিত হওয়া, নিজে অনেক জানি এমন বা অন্য কোনোভাবে অহংকার প্রকাশ করা, কারও ভুল ধরে তাকে হেয় করার মানসিকতা নিয়ে কথা বলা, কঠোর বাক্য ব্যবহার করা, কেউ অহেতুক কষ্ট পায় এমনভাবে কথা বলা ইত্যাদি বিষয়গুলো অত্যন্ত সচেতনতার সাথে পরিহার করতে হবে। এ বিষয়গুলোর জন্য তার অত্যন্ত সুন্দর উপস্থাপনাও প্রত্যাশিত উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হতে পারে।

২. কথাগুলো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে না বলে সরাসরি উপস্থাপন করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বললে অনেকে সঠিক তথ্যটি খুঁজে পাবে না। ফলে উপস্থাপনকারীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

৩. বক্তব্য শেষ করার সময় এমন কোনো কথা না বলা যার জন্য উপস্থাপিত তথ্যের নির্ভুলতা সম্পর্কে শ্রোতাদের মনে কোনো প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হয়। যেমন– আমি যা জানি তা বললাম। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য আল্লাহ তা'য়ালা জানেন। এ বিষয়ে নীতি হবে– যে বিষয়টির সঠিকত্বের ব্যাপারে উপস্থাপক শতভাগ নিশ্চিত নন সেটি তিনি উপস্থাপন করবেন না।

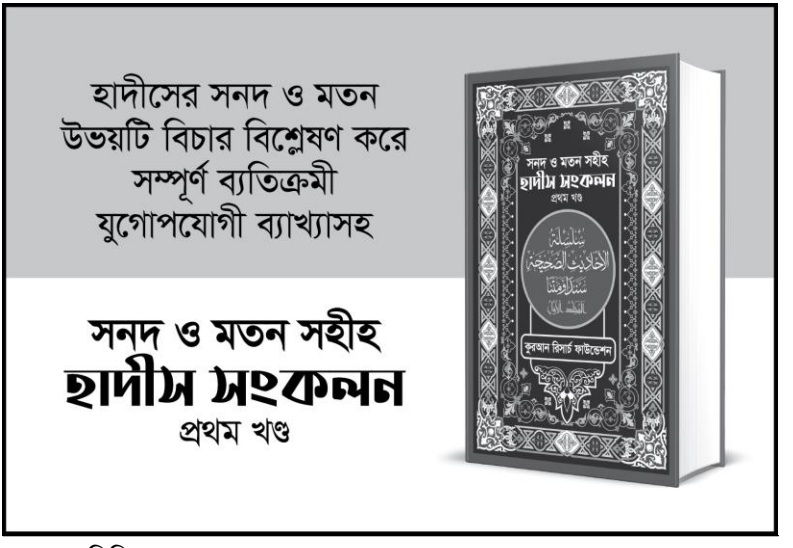

মূলনীতির ৪ নম্বর স্তরের কয়েকটি নমুনা

স্তর ৪-এর মূলনীতি হলো– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস তথা আকল/বিবেক/Common sense-এর সাহায্য নিয়ে শ্রোতাদের উপস্থাপন করতে চাওয়া তথ্যটির পক্ষে নিয়ে আসা। চলুন এখন জানা যাক– কয়েকটি মৌলিক বিষয় উপস্থাপনের সময় এ কাজটি কীভাবে করতে হবে বা করা যায়।

নমুনা-১

- **মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ**

আজ থেকে ৫-৭ শ বছর আগে মুসলিম জাতি জীবনের সব দিকে অন্য সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। বর্তমানে মুসলিম জাতি জীবনের প্রায় সকল দিকে অন্য সব জাতির চেয়ে অবিশ্বাস্যরকমভাবে পিছিয়ে আছে। অর্থাৎ মুসলিম জাতি বর্তমানে চরমভাবে অধঃপতিত। মুসলিমদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, জাতির এ চরম অধঃপতনের মূল কারণ কোনটি, তবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন উত্তর দেবে।

তবে এ বিষয়ে প্রকৃত সত্যটি হলো– মুসলিমদের বর্তমান চরম অধঃপতনের মূল কারণ, মূল জ্ঞান তথা কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরে যাওয়া। আর জ্ঞানে ভুল ঢুকলে আমলেও ভুল ঢুকবে। এ কাজটি করা হয়েছে গভীর এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে।

ধরা যাক, একজন বক্তা এ বিষয়ের সঠিক তথ্যটি শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য **৪ নম্বর মূলনীতি** অনুযায়ী, সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple choice question) রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি নিম্নোক্তভাবে করা যেতে পারে–

বক্তা প্রথমে শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense অনুযায়ী নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : একটি জাতিকে চরমভাবে অধঃপতিত করার সর্বাধিক ফলপ্রসূ পদ্ধতি হলো–

১. শক্তি প্রয়োগ করা।
২. মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া।
৩. ছোটোখাটো জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া।
৪. অন্যকিছু।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে, তাদের আকল/বিবেক/Common sense অনুযায়ী পরের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ওপরের প্রশ্নটির উত্তরের ভিত্তিতে মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অধঃপতনের মূল কারণ কোনটি হবে–

১. শক্তি প্রয়োগ করা।
২. মূল জ্ঞান তথা কুরআনের জ্ঞানে ভুল ঢুকে যাওয়া।
৩. ছোটোখাটো জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া।
৪. অন্যকিছু।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

অতঃপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : কমপক্ষে শতকরা কয়জনের মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকার জন্য মুসলিম জাতির এ চরম অধঃপতন ঘটেছে–

১. দশ জন
২. চল্লিশ জন
৩. পঞ্চাশ জনের অধিক
৪. নব্বই জন
৫. অন্যকিছু

বিভিন্ন ধরনের উত্তর আসতে পারে, তবে সঠিক উত্তর হবে ৩ নম্বরটি। কারণ, পঞ্চাশের কম জনের মূল জ্ঞানে ভুল থাকার অর্থ হলো পঞ্চাশের অধিক জন তথা অধিকাংশের সঠিক জ্ঞান ও আমল থাকা। অধিকাংশ মুসলিম সঠিক জ্ঞান ও আমলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে এ চরম অধঃপতন ঘটতো না।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense অনুযায়ী নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : কুরআন অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও ইসলামের মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকে যাওয়ার কারণ কোনটি–

১. কুরআন বোঝার মতো একজন ব্যক্তিও মুসলিম বিশ্বে না থাকা।
২. পুরো কুরআন কোনো মুসলমান পড়েনি।
৩. কুরআনের অনেক মূল তথ্য সকল মুসলমান ভুলে গেছে।
৪. গভীর ষড়যন্ত্র করে কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান থেকে মুসলিমদের দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সকলে ৪ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতারা নিজে থেকেই চলে আসলো।

এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের জন্য বাকি থাকলো শুধু শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের সমর্থনে কুরআন ও হাদীসে যে সকল তথ্য প্রমাণ আছে তা যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে অনেক তথ্য প্রমাণ আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র'** (গবেষণা সিরিজ-৩০) নামক বইটিতে।

নমুনা-২

- **সবচেয়ে বড়ো সওয়াবের কাজ (মু'মিনের ১ নম্বর কাজ)**

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যারা সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আমল নিয়মিত বা অনিয়মিত পালন করেন তাদের অধিকাংশের কুরআনের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান নেই। কারণ, তারা জানেন বা মনে করেন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আমলের সাওয়াব (কল্যাণ) কুরআনের জ্ঞানার্জন করার সাওয়াবের চেয়ে বেশি। তবে সঠিক তথ্য হলো, কুরআনের জ্ঞানার্জনের সাওয়াব ঐ সব আমলের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি।

ধরা যাক, আলোচক এ বিষয়ের সঠিক তথ্যটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে এবং তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী, সত্য উদাহরণ বা চিরসত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple choice question) রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে

সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি নিম্নোক্তভাবে করা যেতে পারে–

বক্তা প্রথমে শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense অনুযায়ী নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : একজন চিকিৎসক যিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করে সফল হতে চান তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ (সবচেয়ে বড়ো সাওয়াবের কাজ) হলো–

১. টাইফয়েড রোগের চিকিৎসা সফলভাবে করতে পারা।
২. এপেন্ডিসাইটিস রোগের অপারেশন সফলভাবে করতে পারা।
৩. অন্যকোনো একটি রোগের চিকিৎসা সফলভাবে করতে পারা।
৪. সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঠিক জ্ঞানার্জন করা।

সকলে ৪ নম্বরের পক্ষে রায় দেবে।

এখন উপস্থাপক শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense -এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ওপরের উত্তরের ভিত্তিতে একজন মুসলিম যিনি ইসলাম প্রাকটিস (পালন) করে সফল হতে চান, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (সবচেয়ে বড়ো সাওয়াবের) কাজটি হলো–

১. সালাত আদায় করা।
২. সিয়াম পালন করা।
৩. হাজ্জ পালন করা।
৪. ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ কুরআনের জ্ঞানার্জন করা।

সকলে ৪ নম্বরের পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে শ্রোতারা নিজে থেকেই চলে আসলো।

এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের বাকি থাকলো শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের সমর্থনে কুরআন ও হাদীসে যে সকল তথ্য আছে তা যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো সাজানো অবস্থায় পাওয়া যাবে **'মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে।

নমুনা-৩

- **মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য**

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম মনে করেন, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো উপাসনামূলক আমলসমূহ (সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি) পালন করা। অন্যরা মনে করেন মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর দাসত্ব বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, যার মধ্যে উপসনামূলক আমলসমূহও অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু মানুষকে সৃষ্টির প্রকৃত **উদ্দেশ্য** হলো– কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস মেনে নিয়ে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। আর উপাসনাসহ মানব জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজ হলো মানুষ সৃষ্টির **পাথেয়** (উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়)।

ধরা যাক, একজন বক্তা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সত্য তথ্যটি তার শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল প্রতিষ্ঠিত করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী, সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের সত্য উদাহরণ বা তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে করা যায়। যেমন–

দৃষ্টিকোণ-১

- **কোনো জিনিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহের উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগে বিভক্ত হওয়ার সাধারণ নিয়মের দৃষ্টিকোণ**

উপস্থাপক প্রথমে একটি সত্য তথ্য শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরবেন। তথ্যটি হলো– একটি জিনিসের সাথে যত বিষয় সম্পর্কযুক্ত থাকে তার যেকোনো একটি বা একটি বিভাগ হয় উদ্দেশ্য এবং বাকি সব হয় পাথেয়। উদ্দেশ্য হলো যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য জিনিসটি তৈরি বা প্রণয়ন করা হয়েছে। আর পাথেয় হলো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় বা বিষয়সমূহ। যেমন,

চিকিৎসাবিজ্ঞান। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো চারভাগে বিভক্ত- ১. যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি করা উপযুক্ত জনশক্তি তথা চিকিৎসক, নার্স ইত্যাদি; ২. চিকিৎসা করা; ৩. শারীরিক দিক দিয়ে সুস্থ জনশক্তি; ৪. মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল ঔষধ, যন্ত্রপাতি, ঔষধ ও যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা ইত্যাদি। এ চার বিভাগের তথ্যের সবগুলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হবে না। আবার সবগুলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাথেয়ও হবে না। একটি বিভাগ হবে উদ্দেশ্য। আর বাকি তিন বিভাগ হবে পাথেয়।

এরপর উপস্থাপক শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরবেন যে, মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ চার বিভাগে বিভক্ত (১. উপাসনামূলক কাজ, ২. ন্যায়-অন্যায়মূলক কাজ, ৩. শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ ও ৪. পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ)। এবার বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/ Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : একটি জিনিসের সাথে সম্পর্যুক্ত বিষয়সমূহের উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগে বিভক্ত হওয়ার উল্লিখিত সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে মানব জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত চার বিভাগের বিষয়সমূহের ব্যাপারে সঠিক হবে–

১. সবগুলো হবে উদ্দেশ্য।
২. সবগুলো হবে পাথেয়।
৩. একটি বিভাগ হবে উদ্দেশ্য আর বাকি তিন বিভাগ হবে পাথেয়।
৪. বলা কঠিন।

সকলে ৩ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

দৃষ্টিকোণ-২

- **সৃষ্টিগত বা জন্মগতভাবে বুঝতে পারা বিষয়সমূহ উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয় হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

উপস্থাপক প্রথমে একটি সত্য তথ্য শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরবেন। তথ্যটি হলো– সকল তৈরিকারক কোনো জিনিস তৈরি করলে তার গঠনটি এমনভাবে করেন যেন তা তার উদ্দেশ্য সাধনের পথে সরাসরি সহায়ক হয়। নিষ্প্রাণ (জড়) জিনিসের গঠন হয় শুধু শারীরিক। আর সপ্রাণ জিনিসের জন্য তা হয় শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক।

এবার বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : সপ্রাণ জিনিস সৃষ্টির এ সত্য বিধান অনুযায়ী যদি দেখা যায় মানুষ তার জীবনের কিছু বিষয় জন্মগতভাবে (বিনা শিক্ষায়) বুঝতে পারে আর কিছু বিষয় পারে না। তবে যে বিষয়গুলো মানুষ জন্মগতভাবে বুঝতে পারে সেগুলো হবে মানব জীবনের–

১. পাথেয় বিভাগের বিষয়।
২. উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে পরের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : বাস্তবে দেখা যায় মানুষ তার জীবনের চার বিভাগের মধ্যে শুধু ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো জন্মগতভাবে বুঝতে পারে। তাই ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হবে মানব জীবনের–

১. পাথেয় বিভাগের বিষয়।
২. উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

- **শিক্ষা দিতে বা গঠন করতে যাওয়া বিষয় পাথেয় বিভাগের বিষয় হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

উপস্থাপক প্রথমে একটি সত্য তথ্য শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরবেন। তথ্যটি হলো– শিক্ষা দেওয়া বা গঠন করামূলক কাজ সবসময় পাথেয় হয়। কারণ, কোনো একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঐ শিক্ষা দেওয়া বা গঠন করা হচ্ছে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে পরের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : যদি দেখা যায় একটি কাজ বা বিষয় দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া বা গঠন করা হচ্ছে তাহলে উল্লিখিত সত্য তথ্যের ভিত্তিতে কাজ বা বিষয়টি হবে মানব জীবনের–

১. পাথেয় বিভাগের বিষয়।
২. উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

৩. বলা কঠিন।

সকলে ১ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এখন বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যকে গঠন করে। পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ বিভিন্নভাবে শিক্ষা দিয়ে মানুষকে গঠন করে। কুরআন ও হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, উপাসনা বিভাগের বিষয়গুলো আল্লাহ প্রণয়ন করেছেন বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা দিয়ে মানুষকে গঠন করার জন্য। তাহলে এ তিন বিভাগের বিষয়গুলো হবে মানব জীবনের–

১. পাথেয় বিভাগের বিষয়।

২. উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

৩. বলা কঠিন।

সকলে ১ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতারা নিজে থেকেই চলে আসলো।

এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের জন্য বাকি থাকলো শুধু শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের সমর্থনে কুরআন ও হাদীসে যে সকল তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব, দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।

কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়টির পক্ষে অনেক তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-১) নামক বইটিতে।

নমুনা-৪

▪ কুরআন বোঝা কঠিন না সহজ

বর্তমান মুসলিমদের অধিকাংশই জানে যে কুরআন বোঝা অত্যন্ত কঠিন। তারা আরও জানে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীর জ্ঞানসহ ১৬-১৭ ধরনের বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে কুরআন বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হলো কুরআন বোঝা খুবই সহজ।

ধরা যাক, একজন বক্তা এ সত্য কথাটি তার শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী, সত্য উদাহরণ বা

সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/ Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

উদাহরণের ভিত্তিতে এ কাজটি নিম্নোক্তভাবে করা যায়–

উপস্থাপক প্রথমে শ্রোতাদের এ তথ্যটি জানাবেন– ইঞ্জিনিয়ারগণ কোনো যন্ত্র তৈরি করে যখন বাজারে ছাড়েন তখন সেটির সাথে তার পরিচালনা পদ্ধতির মূল বিষয়সমূহ ধারণকারী একটি বই (Manual) পাঠান। বইটি যে ভাষারই হোক না কেন খুব সহজ করে লেখা হয়। কারণ, কঠিন করে লিখলে ভোক্তাগণ তা পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। আর সঠিকভাবে না বুঝে যন্ত্রটি চালালে যন্ত্রটি নিশ্চিতভাবে অচল হয়ে যাবে।

এরপর উপস্থাপক শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তাদের জীবন পরিচালনার মূল পদ্ধতি ধারণকারী কিতাব (Manual)-সহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন। তাই ওপরের উদাহরণের ভিত্তিতে কুরআন লেখা হয়েছে–

১. কঠিন আরবী ভাষায়।
২. সহজ আরবী ভাষায়।
৩. খুব সহজ আরবী ভাষায়।
৪. বলা কঠিন।

সকলে ৩ নম্বরের পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতাগণ নিজে থেকেই চলে আসলো।

এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের জন্য বাকি থাকলো শুধু শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের সমর্থনে কুরআন ও হাদীসে যে সকল তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে।

নমুনা-৫

- **জ্ঞানের একটি উৎস জন্মগতভাবে মানুষের পাওয়া যৌক্তিক কি না**

জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের একটি উৎস জন্মগতভাবে মহান আল্লাহ সকল মানুষকে দিয়েছেন। সে উৎসটি হলো আকল/বিবেক/Common sense। কিন্তু এ মহাকল্যাণকর তথ্যটি মুসলিম উম্মাহসহ পৃথিবীর সকল মানুষের অগোচরে। ধরা যাক, একজন বক্তা এ সত্য কথাটি তার শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense -এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। দুটি দৃষ্টিকোণের তথ্যের ভিত্তিতে এটি করা সম্ভব–

দৃষ্টিকোণ-১

- **সত্য উদাহরণের দৃষ্টিকোণ**

বক্তা চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি তথ্য শ্রোতাদের প্রথমে জানাবেন। তথ্যটি হলো– জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস ঢুকতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর (ভুল) জিনিস (রোগ সৃষ্টিকারী বিষয়) ঢোকা প্রতিরোধ করতে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন।

এখন উপস্থাপক শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense -এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য ঢুকতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা (দারোয়ান) থাকা–

১. তেমন দরকার না।
২. খুবই দরকার।
৩. বলা কঠিন।

সকল শ্রোতা উত্তর দেবে ২ নম্বরটি।

এরপর উপস্থাপক শ্রোতাদের কাছে ওপরের উদাহরণের ভিত্তিতে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : জীবনকে শান্তিময় করার জন্য শরীরের ভেতরে উপকারী জিনিস ঢুকতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করতে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষ জন্মগতভাবে পেয়েছে। তাহলে জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য ঢুকতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য অতি প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা (দারোয়ান) জন্মগতভাবে মানুষের পাওয়া–

১. যৌক্তিক
২. অযৌক্তিক
৩. খুবই যৌক্তিক
৪. বলা কঠিন

সকলে ৩ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

দৃষ্টিকোণ-২

- **সত্য তথ্যের দৃষ্টিকোণ**

প্রথমে বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা শতকরা কতজন ব্যক্তির অন্যধর্ম গ্রন্থের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয়–

১. ৫০ জন।
২. ১০ জন।
৩. প্রায় শূন্য জন।
৪. বলা কঠিন।

সকলে ৩ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ওপরের চিরসত্য তথ্যের ভিত্তিতে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা শতকরা কতজন ব্যক্তির কুরআন ও সুন্নাহর গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞানার্জন করা উচিত বলে দাবি করা যেতে পারে–

১. ৫০%
২. ১০%
৩. প্রায় ০%
৪. বলা কঠিন

সকলে ৩ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর উপস্থাপক শ্রোতাদের কাছে আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছায় মুসলিম বা অমুসলিম ঘরে জন্মায় না। মহান আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠান। তাহলে ইসলাম মানার ভিত্তিতে বিচারের আওতায় আনা এবং সে বিচার (শেষ বিচার) ন্যায় বিচার হওয়ার জন্য সকল মানুষের জন্মগতভাবে ইসলাম জানতে পারার একটি উৎস থাকা–

১. উচিত
২. উচিত না
৩. অবশ্যই উচিত
৪. বলা কঠিন

সকলে ৩ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি দর্শক-শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতাগণ নিজে থেকেই চলে আসলো।

এখন বক্তা বলবেন– মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা, উৎস বা দারোয়ান হলো– আকল, বিবেক, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের জন্য বাকি থাকলো শুধু শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের সমর্থনে কুরআন ও হাদীসে যে সকল তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক বইটিতে।

নমুনা-৬

- **আকিমুস্ সালাতের প্রকৃত ব্যাখ্যা**

সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে নিজে সঠিকভাবে আদায় করা এবং সমাজের সবাই যেন সালাতের অনুষ্ঠান সঠিকভাবে আদায় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির প্রকৃত অর্থ হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

ধরা যাক, একজন বক্তা সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির প্রকৃত অর্থটি তার শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি উদাহরণের ভিত্তিতে এভাবে করা যায়–

বক্তা প্রথমে শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোনটি তা জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা কথাটির ব্যাখ্যা হলো–

১. সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২. মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

৩. অন্যকিছু।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ওপরে বলা উদাহরণের ভিত্তিতে সালাত প্রতিষ্ঠা করার ব্যাখ্যা হবে–

১. সুন্দর মসজিদ বানিয়ে সালাতের অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

৩. অন্যকিছু।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতাগণ নিজে থেকেই চলে আসলো।

এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের জন্য বাকি থাকলো শুধু শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের সমর্থনে কুরআন ও হাদীসে যে সকল তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।

কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়টির পক্ষে অনেক তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে'** (গবেষণা সিরিজ-৩) নামক বইটিতে।

নমুনা-৭

- **ইসলামের মৌলিক বিষয় কোনগুলো তা জানার সহজ ও সঠিক উপায়**

বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের ইসলাম অনুসরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

- ইসলামের অনেক কাজ অধিকাংশের বাদ যাচ্ছে।
- অনেকেই বহু আমৌলিক কাজকে মৌলিক মনে করে নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন।

কোনো কাজের একটিও মৌলিক বিষয় বাদ গেলে সে কাজটি সরাসরি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। আর একটি কাজের সবগুলো অমৌলিক বিষয় বাদ গেলেও কাজটি ব্যর্থ হয় না। তবে তাতে কিছু অপূর্ণতা থাকে। তাই সহজে বলা যায় বর্তমানে মুসলিমদের ইসলাম পালনে এক বিরাট বিপর্যয় চলছে। মুসলিমদের আমলের এ বিপর্যয়ের প্রধান কারণটি হচ্ছে– ইসলামের মূল বিষয় কোনগুলো সে বিষয়ে তাদের অধিকাংশের স্বচ্ছ ধারণা নেই। আর এ ধারণা না থাকার পেছনে কারণ হলো– ইসলামের মূল বিষয় কোনগুলো তা জানার সঠিক উপায় কোনটি সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকা।

এ বিষয়ের প্রকৃত সত্যটি হলো– ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় উল্লিখিত আছে আল কুরআনে। তাই যে বিষয় কুরআনে নেই তা ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় নয়। তাই ইসলামের সকল মৌলিক জানার একমাত্র এবং সহজতম উপায় হলো পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা। কেউ যদি শুধু হাদীস (কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ) পড়ে ইসলামের মূল বিষয় কোনগুলো তা জানতে চায় তাহলে কোনোভাবেই সে তাতে সফল হবে না। কারণ–

- হাদীসের ভান্ডার অনেক বড়ো।
- হাদীসগ্রন্থ পড়ে মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় পার্থক্য করা অসম্ভব।
- বর্তমান সহীহ হাদীসের তালিকায় রসুল স. সকল হাদীস এসেছে একথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না।

- কোনো হাদীস গ্রন্থ কুরআনের মতো নির্ভুল নয়।

ধরা যাক, একজন বক্তা এ সত্য কথাটি তার শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী, সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/ Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি নিম্নোক্তভাবে করা যায়–

প্রশ্ন : প্রথমে বক্তা শ্রোতাদের কাছে হাদীস সম্পর্কে নিম্নের তথ্যগুলো সঠিক না ভুল জানতে চাইবেন–

- হাদীস গ্রন্থসমূহ মানুষের রচিত।
- হাদীস হলো কুরআনের ব্যাখ্যা।
- হাদীসের ভান্ডার অনেক বড়ো।
- কোনো হাদীস গ্রন্থ কুরআনের মতো নির্ভুল নয়।

সকলে সঠিক বলে রায় দেবেন।

এরপর বক্তা শ্রোতাদেরকে মূলগ্রন্থ (Text Book) সম্পর্কে নিম্নের সত্য তথ্যগুলো জানাবেন–

১. একটি বিষয়ের মূলগ্রন্থ বলে সে গ্রন্থকে যেখানে ঐ বিষয়ের সকল মূল বিষয় লেখা থাকে। অমৌলিক বিষয় থাকে না বা থাকলেও খুব কম থাকে। কারণ–
   - পাঠকগণ মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় পার্থক্য করতে অসুবিধায় পড়তে পারে।
   - সকল অমৌলিক বিষয় রাখতে গেলে কলেবর বড়ো হয়ে যায়।

২. যিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করেন তার যদি ঐ বিষয়ের মৌলিক ও অমৌলিক সকল বিষয়ের নিখুঁত জ্ঞান থাকে তবে গ্রন্থটিতে কোনো মৌলিক বিষয় বাদ পড়বে না। কারণ, তিনি জানেন মৌলিক একটি বিষয়ও বাদ গেলে যেকোনো কাজ শতভাগ ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন : এরপর বক্তা শ্রোতাদের কুরআন সম্পর্কে নিম্নের তথ্যগুলো সঠিক না ভুল জানতে চাইবেন–

- আল কুরআন হলো মানুষের জীবন পরিচালনার তথ্য ধারণকারী মুলগ্রন্থ (Text Book)।

- আল কুরআন প্রণয়ন করেছেন এমন এক সত্তা যার মানুষ এবং মহাবিশ্বসংক্রান্ত মৌলিক ও অমৌলিক সব কিছুর নিখুঁত জ্ঞান আছে।
- আল কুরআনের সকল তথ্য নির্ভুল।
- কুরআনের কলেবর হাদীসের কলেবরের তুলনায় অনেক ছোটো।

সকলে সঠিক বলে রায় দেবেন।

এরপর উপস্থাপক দর্শক-শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ওপরের চিরসত্য তথ্যগুলোর ভিত্তিতে ইসলামের সকল মূল বিষয় নির্ভুলভাবে জানার একমাত্র ও সহজতম উপায় হবে–

১. কুরআনের জ্ঞানার্জন করা।
২. হাদীসের জ্ঞানার্জন করা।
৩. কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানার্জন করা।
৪. বলা কঠিন।

সকলে **১** নম্বরকে সঠিক বলে উত্তর দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতারা নিজে থেকেই চলে আসলো।

এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের জন্য বাকি থাকলো শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের–

১. সমর্থনে কুরআনে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
২. সমর্থনে হাদীসে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
৩. আল কুরআন, হাদীস, আকল ও বিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে কুরআনের জ্ঞানার্জনের দুনিয়ার কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।
৪. আল কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে কুরআনের জ্ঞানার্জনের পরকালীন কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়'** (গবেষণা সিরজি-৮) নামক বইটিতে।

নমুনা-৮

▪ **জানার পর না মানা এবং না জানার জন্য না মানা বিষয় দুটির গুনাহর মাত্রা**

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের অধিকাংশের ধারণা হলো জানার পর না মানা, না জানার জন্য না মানার চেয়ে অধিক বড়ো গুনাহ। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো না জানার জন্য না মানা, জানার পর না মানার তুলনায় দ্বিগুণ গুনাহ।

ধরা যাক, একজন বক্তা এ সত্য কথাটি ওয়াজের মাধ্যমে তার শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

তিনটি দৃষ্টিকোণের সত্য তথ্যের ভিত্তিতে এ কাজটি নিম্নোক্তভাবে করা যায়–

দৃষ্টিকোণ-১

▪ **দুটি ফরজ অমান্য করার দৃষ্টিকোণ**

উপস্থাপক প্রথমে শ্রোতাদেরকে এ সত্য তথ্যটি জানাবেন– ইসলামে জানা একটি ফরজ এবং মানা একটি ফরজ। তাই যে জানলো কিন্তু মানলো না তার একটি ফরজ অমান্য করা হয়। আর যে জানে না তাই মানতে পারে না তার দুটি ফরজ অমান্য করা হয়।

এখন উপস্থাপক শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ওপরের সত্য তথ্যের ভিত্তিতে একজন মুসলিমের জন্য অধিক বড়ো গুনাহ হবে–

১. জানার পর না মানা।
২. না জানার জন্য না মানা।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরের পক্ষে রায় দেবে।

দৃষ্টিকোণ-২

▪ **জীবনের কোনো সময় মানতে না পারার দৃষ্টিকোণ**

উপস্থাপক শ্রোতাদের প্রথমে এ সত্য তথ্যটি জানাবেন– যে জানে সে আজ না মানলেও কাল মানতে পারে। কিন্তু যে জানে না সে মৃত্যু পর্যন্ত কখনও মানতে পারবে না।

এখন উপস্থাপক শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense -এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ওপরের সত্য তথ্যের ভিত্তিতে একজন মুসলিমের জন্য অধিক বড়ো গুনাহ হবে–

১. জানার পর না মানা।
২. না জানার জন্য না মানা।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরের পক্ষে রায় দেবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

- **মুসলিমদের ইসলামী জ্ঞানে দুর্বল থাকার দৃষ্টিকোণ**

উপস্থাপক শ্রোতাদের এ সত্য তথ্যটি জানাবেন– জানার পর না মানা বেশি গুনাহ কথাটির জন্য মুসলিমদের কোনো ইসলামী বই দিলে পড়তে চায় না। কারণ, তারা মনে করে জানার পর না মানলে, না জানার জন্য না মানার তুলনায় অধিক গুনাহ। তাই জানলে ঝামেলা অধিক। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের ইসলামী জ্ঞানে দুর্বল থাকার একটি প্রধান কারণ। পক্ষান্তরে মুসলিম সমাজে যদি 'না জানার জন্য না মানা অধিক বড়ো গুনাহ' কথাটি চালু থাকত, তবে মুসলিমগণ ইসলামী বই পড়ার জন্য পাগল হয়ে যেত।

এখন উপস্থাপক শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ওপরের সত্য তথ্যের ভিত্তিতে একজন মুসলিমের জন্য অধিক বড়ো গুনাহ হবে–

১. জানার পর না মানা।
২. না জানার জন্য না মানা।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরের পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতারা নিজে থেকেই চলে আসলো।

এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের জন্য যা বাকি থাকলো তা হলো শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের–

১. সমর্থনে কুরআনে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
২. সমর্থনে হাদীসে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
৩. আল কুরআন, হাদীস, আকল/বিবেক/Common sense ও বিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে জ্ঞানার্জনের দুনিয়ার কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।
৪. আল কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে জ্ঞানার্জনের পরকালীন কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরজি-৪) নামক বইটিতে।

নমুনা-৯

- **আমল (কাজ) কবুলের শর্ত**

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের অধিকাংশের ধারণা হলো– একটি আমলের অনুষ্ঠানটি নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) মেনে সঠিকভাবে পালন করতে পারলে তা আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায়। তাই সালাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের অনুষ্ঠান কীভাবে পালন করতে হবে তা শিখানোর নানা ধরনের বই ও ব্যবস্থা মুসলিম সমাজে আছে। কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক তথ্য হলো– আমলের ধরন অনুযায়ী কবুলের শর্ত হলো চার, ছয় বা আটটি। আমলের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করা হলো ঐ শর্তসমূহের একটি শর্ত।

ধরা যাক, একজন বক্তা এ সত্য তথ্যটি তার শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/ Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে চাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এটি সত্য তথ্যের ভিত্তিতে এভাবে করা যায়–

ওয়াজ উপস্থাপনকারী এ সত্য তথ্যটি শ্রোতাদের প্রথমে জানাবেন– একটি আমল আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) হিসেবে গণ্য হলেই শুধু তা আল্লাহর কাছে কবুল হয়। আর একটি আমল কোনো মনিবের কাছে দাসত্ব হিসেবে কবুল হওয়ার চিরসত্য শর্তসমূহ হলো–

১. কাজটি করার সময় মনিবের সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখা।
২. কাজটির ব্যাপারে মনিবের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং কাজটি করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা।
৩. কাজটির ব্যাপারে মনিবের জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মনে করে পালন করা।
৪. মনিবের জানিয়ে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী কাজটি পালন করা।
৫. কাজটি আনুষ্ঠানিক হলে (আনুষ্ঠানিক কাজ হলো সেটি– যা করতে সকলকে একই ধরনের অনুষ্ঠান করা লাগে) প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে মনিবের দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নেওয়া।
৬. আনুষ্ঠানিক কাজের অনুষ্ঠান থেকে নেওয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা।
৭. কাজটি ব্যাপক হলে (ব্যাপক কাজ হলো সেটি– যেখানে মৌলিক, অমৌলিক, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ইত্যাদি ধরনের বিষয় থাকে) মনিবের জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া।
৮. ব্যাপক কর্মকাণ্ডের কাজগুলো মনিবের জানিয়ে দেওয়া গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করা।

অর্থাৎ কাজের ধরন অনুযায়ী আমল কবুলের শর্ত হলো চারটি, ছয়টি বা আটটি। এর মধ্যে সাধারণ শর্ত হলো ৪টি (ওপরের প্রথম চারটি) যা সকল কাজের বেলায় প্রযোজ্য। আনুষ্ঠানিক কাজের বেলায় ছয়টি (৪+২)। আর ব্যাপক কর্মকাণ্ডের বেলায় আটটি (৪+২+২)।

এরপর উপস্থাপক দর্শক-শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ওপরের চিরসত্য তথ্যের ভিত্তিতে একটি আমল আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার শর্তের ব্যাপারে কোনটি সঠিক–

১. শর্ত হবে একটি। আর সেটি হলো আমলের অনুষ্ঠানটি নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) মেনে সঠিকভাবে পালন করা।
২. শর্ত হবে চারটি।
৩. কাজের ধরন অনুযায়ী শর্ত হবে চার, ছয় বা আটটি।
৪. বলা কঠিন।

সকলে ৩ নম্বরটির পক্ষে উত্তর দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতারা নিজে থেকেই চলে আসলো।

এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের জন্য বাকি থাকলো শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের–

১. সমর্থনে কুরআনে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।

২. সমর্থনে হাদীসে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।

৩. আল কুরআন, হাদীস, আকল/বিবেক/Common sense এবং বিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে আমল কবুল হওয়ার দুনিয়ার কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

৪. আল কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে আমল কবুল হওয়ার পরকালীন কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৫) নামক বইটিতে।

নমুনা-১০

- **জাল হাদীস বোঝার সহজতম উপায়**

হাদীস ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তাই হাদীস না হলে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে হাদীসের নামে বানানো কথা অতীতে ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে, বর্তমানে করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, যদি মুসলিম উম্মাহ সতর্ক না হয়। আর এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া বা থাকার একটি মূল উপায় হলো কোন হাদীস জাল তা বোঝার সহজতম উপায়টি জানা থাকা।

ধরা যাক, একজন বক্তা একটি হাদীস জাল কি না তা বোঝার সহজতম উপায়টি তার শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি সত্য তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে করা যায়–
প্রথমে বক্তা শ্রোতাদের কাছে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির সঠিক উত্তর কোনটি তা জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের–

১. অনুরূপ বা সম্পূরক হয়।
২. কখনও বিরোধী হয় না।
৩. উভয়টি সঠিক।
৪. বলা কঠিন।

সকলে ৩ নম্বরকে সঠিক বলে রায় দেবে।

এরপর উপস্থাপক শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্ন দুটির সঠিক উত্তর কোনটি তা জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন-১ : হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই ওপরের চিরসত্য তথ্যের ভিত্তিতে হাদীস কুরআনের–

১. অনুরূপ বা সম্পূরক হবে।
২. কখনও বিপরীত হবে না।
৩. উভয়টি সঠিক।
৪. বলা কঠিন।

সকলেই ৩ নম্বরটি সঠিক বলে উত্তর দেবেন।

প্রশ্ন-২ : ওপরের চিরসত্য তথ্যের ভিত্তিতে হাদীস কুরআনের বিপরীত হলে সেটি–

১. নির্ভুল হাদীস।
২. জাল হাদীস।
৩. বলা কঠিন।

সকলেই ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতাগণ নিজে থেকেই চলে আসলো।

এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের জন্য বাকি থাকলো শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের–

১. সমর্থনে কুরআনে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
২. সমর্থনে হাদীসে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
৩. আল কুরআন, হাদীস, আকল/বিবেক/Common sense ও বিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে হাদীস মানা ও হাদীস অনুযায়ী আমল করার দুনিয়ার কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।
৪. আল কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে হাদীস মানা ও হাদীস অনুযায়ী আমল করার পরকালীন কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক বইটিতে।

নমুনা-১১

▪ ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ অনারব মুসলিম জানেন যে, অর্থছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকি হয়। আর তাই সওয়াব অর্জনের জন্য তারা তাড়াহুড়ো করে না বুঝে কুরআন পড়ে বা খতম দেয়। কিন্তু এ বিষয়ে সত্য কথাটি হলো– ইচ্ছাকৃতভাবে তথা বিনা ওজরে অর্থছাড়া কুরআন পড়াকে কুরআন কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। অর্থাৎ এটি বড়ো গুনাহ বা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ধরা যাক, একজন বক্তা এ বিষয়ের সঠিক তথ্যটি শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/ বিবেক/Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি উদাহরণের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে করা যায়–
বক্তা প্রথমে শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/ বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নোক্ত বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : চিকিৎসক হলো সেই ব্যক্তি যিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করেন। একজন চিকিৎসক ইংরেজিতে লেখা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই অর্থ না বুঝে পড়ে

অপারেশন করলে (চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করলে) ঐ চিকিৎসক রোগী বা রোগীর লোকদের কাছ থেকে–

১. সম্মান ও পারিশ্রমিক পাবেন।
২. কঠিন শাস্তি পাবেন।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা Common sense-এর আলোকে পরের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর শ্রোতাদের কাছে জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি যিনি ইসলাম প্রাকটিস করেন। তাহলে ওপরের উদাহরণের ভিত্তিতে একজন মুসলিম ইচ্ছাকৃতভাবে তথা কোনো বাধ্য-বাধকতা ছাড়া আরবীতে লেখা কুরআন অর্থ না বুঝে পড়ে ইসলাম প্রাকটিস করলে আল্লাহর কাছ থেকে–

১. সম্মান ও পারিশ্রমিক (সাওয়াব/নেকি) পাবেন।
২. কঠিন শাস্তি পাবেন।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতারা নিজে থেকেই চলে আসলো। এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের জন্য বাকি থাকলো শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের–

১. সমর্থনে কুরআনে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
২. সমর্থনে হাদীসে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
৩. আল কুরআন, হাদীস, আকল/বিবেক/Common sense ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়ার দুনিয়ার অকল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।
৪. আল কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়ার পরকালীন অকল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?'** (গবেষণা সিরিজ-৭) নামক বইটিতে।

নমুনা-১২

▪ ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি না

বর্তমান বিশ্বের অনেক মুসলমান জানেন যে ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ (গুনাহ)। মানুষের জাগ্রত জীবনের বেশিরভাগ সময় ওজু থাকে না। তাই কথাটি মুসলিমদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কুরআন ধরতে ও পড়তে দেয় না। অর্থাৎ কথাটি মুসলিমদের কুরআন পড়ার সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। কথাটির পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলা হয়– ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে কুরআনকে অপমান করা হয়। তাই এটি ইসলামে নিষিদ্ধ।

কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্যটি হলো– ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ কথাটি কুরআনের জন্য সম্মানজনক কথা নয়। এটি কুরআনের জন্য অপমানজনক একটি কথা। তাই ইসলামে ওজু ছাড়া কুরআন ধরা নিষেধ (গুনাহ) নয়।

ধরা যাক, একজন বক্তা এ বিষয়ের সঠিক তথ্যটি শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে চাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি সত্য তথ্যের ভিত্তিতে এভাবে করা যায়–
বক্তা প্রথমে শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : কুরআনের সবচেয়ে বড়ো সম্মান হলো–

১. কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা।
২. ওজুসহ স্পর্শ করা (ধরা)।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ১ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে পরের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা গুনাহ কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের সময়কে–

১. কমায় না। তাই কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে কোনো বাধার সৃষ্টি করে না।
২. অল্প কমায়। তাই কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে তেমন কোনো বাধার সৃষ্টি করে না।
৩. ব্যাপকভাবে কমায়। তাই কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি করে।
৪. বলা কঠিন।

সকলে ৩ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : যে কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জন তথা কুরআনের সবচেয়ে বড়ো সম্মানের পথে ব্যাপক বাধা তৈরি করে সেটি কুরআনের জন্য–

১. সম্মানজনক কথা।
২. অপমানজনক কথা।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

অতঃপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে পরের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : যে কথাটি কুরআনের জন্য অপমানজনক কথা সেটি–

১. ইসলামসম্মত কথা হতে পারে।
২. কখনও ইসলামসম্মত কথা হতে পারে না।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

সব শেষে বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ওপরের চিরসত্য তথ্যগুলোর ভিত্তিতে ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা গুনাহ কথাটি কুরআনের জন্য অপমানজনক একটি কথা। তাহলে এ কথাটি–

১. ইসলামসম্মত কথা হতে পারে।
২. কখনও ইসলামসম্মত কথা হতে পারে না।

৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতাগণ নিজে থেকেই চলে আসলো। এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের জন্য বাকি থাকলো শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের–

১. সমর্থনে কুরআনে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
২. সমর্থনে হাদীসে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
৩. আল কুরআন, হাদীস, আকল/বিবেক/Common sense ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কুরআনরে জ্ঞানার্জন করার দুনিয়ার কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।
৪. আল কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে কুরআনের জ্ঞানার্জন করার পরকালীন অকল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৯) নামক বইটিতে।

নমুনা-১৩

▪ ইসলামী জীবনবিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?

কয়েক বছর আগেও বর্তমান মুসলিম বিশ্বের কওমী বা দরছে নেযামী মাদ্রাসাগুলোতে বিজ্ঞান পড়ানো হতো না। বর্তমানে খুব ধীরগতিতে ও হালকাভাবে বিজ্ঞান তাদের সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। এখান থেকে বোঝা যায় কওমী মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি প্রণয়নকারীগণ মনে করেন– ইসলামে বিজ্ঞানের কোনো গুরুত্ব নেই বা তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হলো– ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

ধরা যাক, একজন বক্তা এ বিষয়ের সঠিক তথ্যটি শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি তিনটি দৃষ্টিকোণের সত্য তথ্যের ভিত্তিতে এভাবে করা যায়–

দৃষ্টিকোণ-১

- **জীবন পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

বক্তা প্রথমে শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে বহু নির্বাচনি নিম্নের প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : সভ্যতার বর্তমান স্তরে সহজে বলা যায়, বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলতার সাথে পরিচালনা করা–

১. অসম্ভব
২. সম্ভব
৩. বলা কঠিন

সকলে **১** নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে পরের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ইসলাম হলো মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলতার সাথে পরিচালিত করে পরকালীন জীবনে কামিয়াব হওয়ার জীবনব্যবস্থা। তাই ওপরের উত্তরের ভিত্তিতে ইসলামী জীবনবিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব–

১. তেমন বেশি হওয়ার কথা নয়।
২. অপরিসীম হওয়ার কথা।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

দৃষ্টিকোণ-২

- **আল কুরআনে বিজ্ঞানের আয়াতের সংখ্যার দৃষ্টিকোণ**

বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : আল কুরআনের ১/৬ অংশ হলো বিজ্ঞানভিত্তিক আয়াত। যে কুরআন তার ১/৬ অংশকে বিজ্ঞানের জন্য ছেড়ে দিয়েছে সে কুরআন অনুযায়ী বিজ্ঞানের গুরুত্ব–

১. তেমন বেশি হওয়ার কথা নয়।
২. অপরিসীম।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

- **ঈমান দৃঢ় হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

বক্তা প্রথমে শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : যে যত গভীরভাবে বিজ্ঞানের রহস্য দেখবে সে তত গভীরভাবে মহান আল্লাহর জ্ঞান, ক্ষমতা, শক্তি ইত্যাদি জানতে পারবে। ফলে ঈমানদার হলে তার ঈমান তত–

১. দৃঢ় হবে।
২. দুর্বল হবে।
৩. বলা কঠিন।

সকলে **১** নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ইসলাম মানুষের ঈমানকে দৃঢ় করতে চায়। তাহলে ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব–

১. তেমন বেশি হওয়ার কথা নয়।
২. অপরিসীম হওয়ার কথা।
৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতাগণ নিজে থেকেই চলে আসলো। এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের বাকি থাকলো শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের–

১. সমর্থনে কুরআনে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
২. সমর্থনে হাদীসে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
৩. কুরআন, হাদীস, আকল/বিবেক/Common sense ও বিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানের দুনিয়ার কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।
৪. আল কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানের পরকালীন অকল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-১৩) নামক বইটিতে।

নমুনা-১৪

- **'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা**

আল কুরআনের অনেক স্থানে আল্লাহ বলেছেন, মহাবিশ্বের সকল কিছু তাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। এ বক্তব্য থেকে বর্তমান মুসলিম উম্মাহর প্রায় সকলে জানে যে–

- পৃথিবীতে যত ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটে তার সবই আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সংঘটিত হয়।
- পরকালে মানুষ জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে যাবে এটিও আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় হবে।

এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য হলো– কুরআন ও হাদীসের যত স্থানে 'আল্লাহর ইচ্ছায় হওয়া' কথাটি এসেছে তার অধিকাংশতে ঐ 'ইচ্ছা' বলতে মহান আল্লাহর 'অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় হওয়া' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক আগে প্রণয়ন করে রাখা প্রোগ্রাম, বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

ধরা যাক, একজন বক্তা এ বিষয়ের সঠিক তথ্যটি শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি উদাহরণের ভিত্তিতে এভাবে করা যায়–
বক্তা প্রথমে শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি একটি রেডিও খুলতে (অন করতে) চায়। এ জন্য সে চাপ দিচ্ছে অফ (বন্ধ করা) বোতামে। এতে রেডিওটি–

১. অন হবে।
২. অন হবে না।

৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে পরের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : ওপরের উদাহরণের রেডিওটি কার ইচ্ছায় অন হচ্ছে না–

১. লোকটির ইচ্ছায়।
২. যিনি রেডিওটি তৈরি করেছেন তার তাৎক্ষণিক ইচ্ছায়।
৩. যিনি রেডিওটি তৈরি করেছেন তার অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায়। অর্থাৎ রেডিওটি তৈরি করার সময় তৈরিকারীর প্রণয়ন করা প্রোগ্রামের মাধ্যমে দিয়ে রাখা ইচ্ছায়।
৪. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতারা নিজে থেকেই চলে আসলো। এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের জন্য বাকি থাকলো শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের–

১. সমর্থনে কুরআনে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
২. সমর্থনে হাদীসে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
৩. আল কুরআন, হাদীস, আকল/বিবেক/Common sense ও বিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে কুরআনের বক্তব্যেরে প্রকৃত ব্যাখ্যা জানার দুনিয়ার কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।
৪. আল কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে কুরআনের বক্তব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানার পরকালীন কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটিতে।

নমুনা-১৫

▪ যিক্‌র করা কথাটির প্রকৃত অর্থ

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম 'যিক্‌র করা' বলতে বোঝে– সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি শব্দ বা বাক্যগুলো না বুঝে বা বুঝে, মুখে বা মনে মনে বার বার উচ্চারণ করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'যিক্‌র করা' বলতে বোঝায়, আল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন– আল্লাহর জানানো আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, পরামর্শ, বিধি-বিধান, আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন, আল্লাহর গুণাগুণ ইত্যাদি স্মরণ করা।

আর আল্লাহ সম্পর্কিত ঐ বিষয়গুলো জানা ও স্মরণ রাখার উপায় হলো–

- বিষয়গুলো ধারণকারী গ্রন্থ কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, বিজ্ঞানের বই ইত্যাদি অধ্যয়ন করা।
- সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি শব্দ বার বার, বুঝে বুঝে, মুখে বা মনে মনে পড়া বা উচ্চারণ করা।
- ঐ বিষয়গুলো ধারণকারী কোনো বাস্তব কাজ সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ ইত্যাদি বার বার করা।

আর এই স্মরণ করা থেকে প্রকৃত কল্যাণ তখনই পাওয়া যাবে যখন স্মরণ রাখা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ তথা অনুসরণ করা হয়।

ধরা যাক, একজন বক্তা এ বিষয়ের সঠিক তথ্যটি শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি উদাহরণের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে এভাবে করা যায়–

বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে বহু নির্বাচনি নিম্নোক্ত প্রশ্নটির সঠিক উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : কাউকে স্মরণ করা বলতে বোঝায়–

১. তার চেহারা-ছবি, রং, ওজন-আকৃতি, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ইত্যাদি স্মরণ করা।
২. তার জানানো বা প্রণয়ন করে রাখা আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, পরামর্শ, বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, গুণাগুণ ইত্যাদি স্মরণ করা।

৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : যিক্‌র শব্দের অর্থ স্মরণ করা। তাহলে ওপরের উদাহরণের ভিত্তিতে আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে বোঝাবে–

১. আল্লাহর চেহারা-ছবি, রং, ওজন-আকৃতি, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ইত্যাদি স্মরণ করা।

২. আল্লাহর জানানো আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, পরামর্শ, বিধি-বিধান, আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন, আল্লাহর গুণাগুণ ইত্যাদি নিম্নোক্তভাবে স্মরণ করা।

- কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, বিজ্ঞানের বই ইত্যাদি অধ্যয়ন করার মাধ্যমে স্মরণ করা।
- সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি শব্দ বার বার, বুঝে বুঝে, মুখে বা মনে মনে পড়া বা উচ্চারণ করা।
- বিষয়গুলো ধারণকারী কোনো বাস্তব কাজ সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ ইত্যাদি বার বার করার মাধ্যমে স্মরণ করা।

৩. বলা কঠিন।

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতারা নিজে থেকেই চলে আসলো। এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের বাকি থাকলো শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের–

১. সমর্থনে কুরআনে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।

২. সমর্থনে হাদীসে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।

৩. কুরআন, হাদীস, আকল/বিবেক/Common sense ও বিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে যিক্‌র করার দুনিয়ার কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

৪. আল কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে যিক্‌র করার পরকালীন কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-২৫) নামক বইটিতে।

নমুনা-১৬

- **সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি**

বর্তমান মুসলিম জাতির প্রায় সকলে জানে পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে ভরের ভিত্তিতে দাঁড়িপাল্লায়। এক পাল্লায় সকল সওয়াব এবং অন্য পাল্লায় সকল গুনাহ উঠিয়ে মাপ দেওয়া হবে। আর ঐ মাপের পর বিন্দু পরিমাণ নেকির জন্য পুরস্কার মিলবে এবং বিন্দু পরিমাণ গুনাহর জন্য শাস্তি মিলবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরকালে সওয়াব ও গুনাহ তথা আমল মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ঐ মাপের সময় আমলনামায় মাত্র একটি কবীরা গুনাহ থাকলেও সকল নেকির মাপের ফল শূন্য হয়ে যাবে। তাই ব্যক্তি তার কৃত নেকির জন্য কোনো পুরস্কার পাবে না।

ধরা যাক, একজন বক্তা এ বিষয়ের সঠিক তথ্যটি শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী সত্য উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি উদাহরণ ও চিরসত্য তথ্যের ভিত্তিতে এভাবে করা যায়–
প্রথমে বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense -এর আলোকে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : বাস্তবে ভরের ভিত্তিতে মাপা হয় কঠিন (Solid) জিনিস। আর কাজ মাপা হয় গুরুত্বের ভিত্তিতে। সাওয়াব ও গুনাহ হলো যথাক্রমে সঠিক ও ভুল কাজ। তাহলে আকল/বিবেক/Common sense অনুযায়ী সাওয়াব ও গুনাহর মাপ হওয়া উচিত–

১. গুরুত্বের ভিত্তিতে।
২. ভরের ভিত্তিতে।
৩. বলা কঠিন।

সকলে **১** নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের এ চিরসত্য তথ্যটি জানাবেন– বাস্তবে কোনো কর্মকাণ্ডে একটি মৌলিক (বড়ো/কবীরা) ভুল থাকলে ঐ কাজটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। যেমন একটি অপারেশনে ৪টি মৌলিক বিষয় ও ১০টি অমৌলিক বিষয় থাকলে সার্জন যদি ১টি মৌলিক বিষয়ে ভুল করে, তবে ঐ অপারেশনটি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এমনকি রোগীটি মারাও যেতে পারে। তাই গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপার পদ্ধতির নীতিমালা হলো কোনো কাজে একটি মৌলিক বিষয় বাদ গেলে বা ভুল হলে ঐ কাজটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। আর তাই ঐ কাজটির সঠিকভাবে পালন করা অংশের জন্যও কোনো মূল্য বা পুরস্কার পাওয়া যায় না।

এরপর বক্তা ওপরের চিরসত্য তথ্যের ভিত্তিতে শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে পরের বহু নির্বাচনি এ প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : পরকালে আমলনামায় থাকা সাওয়াব ও গুনাহ মাপার নীতিমালা হবে–

১. আমলনামায় একটি কবীরা (বড়ো/মৌলিক) গুনাহ থাকলে জীবনে কৃত সব নেকির মাপের ফল শূন্য হয়ে যাবে। তাই ঐ নেকির কোনো পুরস্কার পাওয়া যাবে না।

২. আমলনামায় কবীরা গুনাহর সাথে বিন্দু পরিমাণ নেকিও থাকলে ঐ নেকির জন্য পুরস্কার মিলবে।

৩. বলা কঠিন।

সকলে ১ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে নিম্নের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির সঠিক উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : সালাতের ১৩টি ফরজ (কবীরা/বড়ো/মৌলিক) বিষয়ের একটি বাদ গেলে বা ভুল হলে–

১. সালাত আবার পড়তে হয়। অর্থাৎ সালাতকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ধরা হয়।

২. সঠিকভাবে করা ১২টি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব বিষয়গুলোর পুরস্কার পাওয়া যায়।

সকলে ১ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

অতঃপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে পরের বহু নির্বাচনি প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : সালাতের এ শিক্ষার ভিত্তিতে পরকালে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার নীতিমালা হবে–

১. আমলনামায় একটি কবীরা (বড়ো/মৌলিক) গুনাহ থাকলে জীবনে কৃত সব নেকির মাপের ফল শূন্য হয়ে যাবে। তাই ঐ নেকির কোনো পুরস্কার পাওয়া যাবে না।
২. আমলনামায় কবীরা গুনাহর সাথে বিন্দু পরিমাণও নেকি থাকলে তার জন্য পুরস্কার পাওয়া যাবে।
৩. বলা কঠিন।

সকলে **১** নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতারা নিজে থেকেই চলে আসলো। এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের বাকি থাকলো শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের–

১. সমর্থনে কুরআনে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
২. সমর্থনে হাদীসে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
৩. আল কুরআন, হাদীস, আকল/বিবেক/Common sense ও বিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার নীতিমালা জানার দুনিয়ার কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।
৪. আল কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার নীতিমালা জানার পরকালীন কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামক বইটিতে।

নমুনা-১৭

▪ **অমুসলিম পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না**

প্রচলিত ধারণা হলো– অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে যারা আছে তারা সকলে কাফির ও জাহান্নামী। কিন্তু সঠিক তথ্য হলো– অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা (গোপন) মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে।

ধরা যাক, একজন ওয়ায়েজ এ বিষয়ের সঠিক তথ্যটি তার শ্রোতাদের গ্রহণ ও তার ওপর আমল করাতে চান। এটির জন্য ৪ নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী সত্য

উদাহরণ বা সত্য তথ্যের ভিত্তিতে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন রাখা এবং আকল/বিবেক/Common sense-এর আলোকে সে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে উপস্থাপকের বলতে যাওয়া বিষয়টির পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

এ কাজটি উদাহরণের ভিত্তিতে এভাবে করা যায়–

বক্তা প্রথমে শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense অনুযায়ী পরের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : মুসলিম পরিবারে গোপন কাফির (মুনাফিক) তথা জাহান্নামী ব্যক্তি–

১. নেই
২. আছে
৩. বলা কঠিন

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

এরপর বক্তা শ্রোতাদের কাছে তাদের আকল/বিবেক/Common sense অনুযায়ী পরের বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানতে চাইবেন–

প্রশ্ন : মুসলিম পরিবারে গোপন কাফির (মুনাফিক) তথা জাহান্নামী ব্যক্তি থাকলে অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন তথা জান্নাতি ব্যক্তি–

১. নেই
২. আছে
৩. বলা কঠিন

সকলে ২ নম্বরটির পক্ষে রায় দেবে।

তাহলে উপস্থাপক যে কথাটি শ্রোতাদের গ্রহণ করাতে চান সেটির পক্ষে দর্শক-শ্রোতারা নিজে থেকেই চলে আসলো। এরপর শ্রোতাদেরকে নিজেদের দেওয়া উত্তরের ওপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান রাখা এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করানোর জন্য উপস্থাপকের বাকি থাকলো শ্রোতাদের দেওয়া উত্তরের–

১. সমর্থনে কুরআনে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।
২. সমর্থনে হাদীসে যে সব তথ্য আছে তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব দলিলসহ জানিয়ে দেওয়া।

৩. আল কুরআন, হাদীস, আকল/বিবেক/Common sense ও বিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন তথা জান্নাতী ব্যক্তি থাকা তথ্যটি জানা ও প্রচার করার দুনিয়ার কল্যাণসমূহ জানানো।

৪. আল কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন তথা জান্নাতী ব্যক্তি থাকা তথ্যটি জানা ও প্রচার করার পরকালীন কল্যাণসমূহ জানিয়ে দেওয়া।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য আছে। ঐ তথ্যের অনেকগুলো পাওয়া যাবে **'অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না'** (গবেষণা সিরিজ-২৩) বইটিতে।

সাধারণ আরবী গ্রামারের তুলনায়
কুরআনিক আরবী গ্রামার অনেক সহজ

কুরআনের ভাষায়
কুরআন বুঝতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

কুরআনিক
আরবী
গ্রামার

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

শেষ কথা

কুরআন, হাদীস ও আকল/বিবেক/Common sense-সম্মত বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের উল্লিখিত নীতিমালটি চালু হলে ইসলাম ও মুসলমানদের যে কল্যাণগুলো হবে তা হচ্ছে–

১. ভুল তথ্য উপস্থাপন কমে যাবে বা বন্ধ হবে।
২. মৌলিক বিষয় বাদ রেখে অমৌলিক বিষয় উপস্থাপন করা কমে যাবে বা বন্ধ হবে।
৪. অমৌলিক বিষয়ের আগে মৌলিক বিষয় জানবে ও আমল করবে।
৫. দর্শক-শ্রোতাগণ মনের প্রশান্তি ও দৃঢ়তা নিয়ে জানতে পারা বিষয়টির ওপর আমল করতে পারবে।

আর এর ফলে মুসলিম জাতির দুনিয়া ও আখিরাতে অপরিসীম কল্যাণ হবে, ইনশাআল্লাহ। তাই সকল বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনকারীর এ নীতিমালাটি জানা, বোঝা ও এর ওপর আমল করা বিশেষভাবে দরকার।

পুস্তিকার কোনো ভুল-ত্রুটি কারো কাছে ধরা পড়লে দয়া করে তা আমাকে জানাবেন। সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে সবার কাছে দুয়া চেয়ে এবং সকল মুসলমানের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে শেষ করছি।

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবনবিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবনবিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

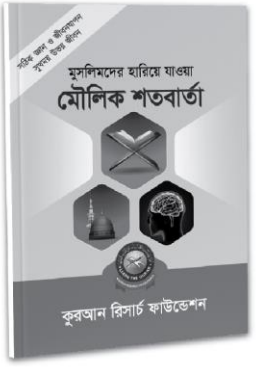

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে সাথে রাখুন সবসময়...

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১